RNI No. 71057/96

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

অনির্বাণ বসুর
লেখা গল্প
আত্মার
কিউব
পৃষ্ঠা- ০৫

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা,
9593200246 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ০১ মে - ১৪ মে, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 30, Issue: 09, Cooch Behar, Friday, 01 May - 14 May, 2026, Pages: 12, Rs. 3

স্ট্রংরুমে হঠাৎ বন্ধ সিসিটিভি মনিটর

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ভোট পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা নিয়ে যখন কড়া নজরদারি চলছে, ঠিক সেই সময়েই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল দিনহাটা কলেজের স্ট্রংরুমে। গত ২৫ এপ্রিল শনিবার দুপুর প্রায় ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ আচমকাই অচল হয়ে যায় সিসিটিভি মনিটর। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে। গোলযোগের আশঙ্কায় শুরু হয় দৌড়াদৌড়ি এবং তীব্র উত্তেজনা।

ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দলের প্রার্থীদের খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে হাজির হন সাবীর সাহা চৌধুরী ও প্রিয়ঙ্কর রায় বর্মন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসেন মহকুমা শাসক ভরত সিং।

জানা যায়, হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই সিসিটিভি মনিটর বন্ধ হয়ে যায়। তবে এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন। অভিযোগ, স্ট্রংরুমে অটো ব্যাকআপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়নি কেন? এই ত্রুটি ঘিরেই সন্দেহ ও ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে।

যদিও পরে জানা যায়, ডিভিআর সিস্টেম চালু ছিল এবং ফুটেজ রেকর্ডিং বন্ধ হয়নি। এতে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে। তবুও মনিটর অচল হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি রয়েছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, এটি নিছকই প্রযুক্তিগত ত্রুটি, অযথা বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে।

ঘটনার পর থেকে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে অটো ব্যাকআপ থাকা সত্ত্বেও মনিটর কেন বন্ধ হয়ে পড়ল,তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন মহল।

দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ, এবার ফলাফল

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কলকাতা: গত ২৯ এপ্রিল বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এবার গোটা রাজ্যের নজর আগামী ৪ মে'র দিকে। ঐদিন নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ভোট-পরবর্তী এই সময়ে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ সবাই এখন উত্তেজনা, কৌতূহল এবং প্রত্যাশার প্রহর গুনছেন।

দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের একাধিক জেলায় বিস্তীর্ণ এলাকায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে লম্বা লাইন দেখা যায় ভোটারদের। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, যুবক-যুবতী থেকে প্রবীণ নাগরিক সবাই উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। বিশেষ করে প্রথমবারের ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

যদিও অধিকাংশ এলাকায় ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে, কিছু কিছু জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন অশান্তির খবর সামনে এসেছে। কোথাও বচসা, কোথাও অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ বা ভোটকেন্দ্র ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের ফলে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ভোট শেষ হতেই রাজনৈতিক শিবিরগুলিতে শুরু হয়েছে ফলাফল নিয়ে জোর জল্পনা। প্রতিটি দলই নিজেদের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। বুথ ফেরত সমীক্ষা ঘিরে যেমন আলোচনা তুঙ্গে, তেমনই ভোটের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত নেতারা। প্রার্থীরাও নিজেদের এলাকায় ভোটের হিসেবনিকেশে মন দিয়েছেন, আর কর্মী-সমর্থকেরা তাকিয়ে রয়েছেন চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে।

এদিকে ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তৎপর প্রশাসনও। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা, চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের রুটমার্চ। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ।

সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হতেই এখন একটাই অপেক্ষা-৪ মে। ওই দিনই নির্ধারিত হবে বাংলার আগামী পাঁচ বছরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষার প্রহর গুনছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ।

অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন সাঁকো, ভোগান্তি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণের জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কোচবিহারের ফাঁসিরঘাট এলাকার অস্থায়ী সাঁকো। স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই সাঁকো। সাঁকোটির বেশিরভাগ অংশ জলের নিচে চলে যাওয়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন এলাকাবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অবিরাম বৃষ্টির ফলে নদী ও খালের জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সাঁকোটির উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করে। এর ফলে স্কুল পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষসহ সকলেরই যাতায়াত কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জল পেরিয়ে যাতায়াত করার চেষ্টা করছেন। ফলে যে কোনও সময়ই বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বর্ষা এলেই প্রতি বছর এই একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হয়। স্থায়ী সেতুর দাবিতে বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁদের। ফলে জরুরি পরিষেবা অর্থাৎ অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকল গাড়িও প্রয়োজনে এলাকায় পৌঁছাতে পারছে না।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হোক, যাতে প্রতি বর্ষায় আর এই দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে না হয়।

ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে জোরদার রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ভোট পরবর্তী হিংসা প্রতিরোধ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দিতে কোচবিহারের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে জোরদার রুটমার্চ চালাল জেলা পুলিশ। গত ২৯ এপ্রিল বুধবার দিনহাটা মহকুমার পেটলা ও মাতালহাট এলাকায় এই রুটমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং। রুটমার্চ চলাকালীন তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং এলাকাবাসীকে নির্ভয়ে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, ভোট-পরবর্তী যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সদা তৎপর রয়েছে প্রশাসন। তাঁর কথায়, "সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় জেলার স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে।"

এই রুটমার্চের ফলে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে একপ্রকার স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের এই তৎপরতা ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা রুটে চালু স্লিপার ভলভো

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কে বলেছে শুধু বেসরকারি হলেই পরিষেবা ভালো হবে? সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাতেও যে বিমানযাত্রার স্বাদ পাওয়া সম্ভব, তা প্রমাণ করে দিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। পরিষেবার মানকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে নিগম এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে এখন থেকে অত্যাধুনিক স্লিপার ভলভো বাসগুলিতে আর কোনও ট্র্যাডিশনাল কনডাক্টর থাকবেন না। তার বদলে আকাশপথের বিমান সেবিকাদের আদলে যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন বিশেষ 'বাস অ্যাটেনডেন্ট'। তাঁরা যাত্রীদের স্বাগত জানানো থেকে শুরু করে আসন খুঁজে দেওয়া, ভারী ব্যাগ গুছিয়ে রাখা এবং যাত্রাপথে যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখবেন। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বাসে থাকছে ফ্রি ওয়াই-ফাই, বিনোদনের জন্য টিভি এবং পানীয় জলের বোতল। এমনকি দূরপাল্লার এই ক্লান্তিকর যাত্রায় আরামদায়ক ঘুমের জন্য নিগমের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে পরিষ্কার বালিশ, বিছানার চাদর এবং কম্বল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ২৬ এপ্রিল এই বিশেষ বাস পরিষেবা শুরু হয়। নিগমের আধিকারিক জানিয়েছেন, এই সপ্তাহ থেকেই পরিষেবা শুরু হওয়ার কথা ছিল। দুইজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার এবং একজন অ্যাটেনডেন্ট নিয়ে এই বাসগুলি কোচবিহার ও শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে। ভাড়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে ভিন্নতা; শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার ভাড়া ধার্য করা হয়েছে ১৭০০ টাকা এবং কোচবিহার থেকে এই যাত্রা করতে খরচ হবে ২০০০ টাকা। গত জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি এই ছয়টি বাসের উদ্বোধন করলেও পরিষেবাটি এতদিন বন্ধ ছিল, যা চালু হওয়ায় এবার খুশি উত্তরবঙ্গের যাত্রীরা। আগ্রহীরা নির্দিষ্ট ডিপোর কাউন্টার ছাড়াও অনলাইনেও অগ্রিম আসন সংরক্ষণ করতে পারবেন। বেসরকারি বাস বা ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের এই আধুনিক ভোলবদল সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়া সংকটেও জ্বালানিতে স্বস্তি, আশ্বাস কেন্দ্রের

বিশেষ প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করল কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশে পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি-র পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

কেন্দ্রের স্পষ্ট বার্তা, গুজবে কান না দিয়ে শুধুমাত্র সরকারি তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি, নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে জ্বালানি মজুত না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এলপিজি গ্রাহকদের ভিড় এড়াতে ডিজিটাল মাধ্যমে বুকিং করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্র একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও মন্ত্রক সূত্রে খবর।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গার্হস্থ্য এলপিজি, পিএনজি এবং সিএনজি সরবরাহ শতভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে। গত ২৫ এপ্রিল একদিনে ৫১ লক্ষেরও বেশি এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহও বাড়ানো হয়েছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিক্ষেত্রে জ্বালানি সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জ্বালানি মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধে দেশজুড়ে জোরদার অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই হাজারেরও বেশি তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং একাধিক ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এলপিজির ওপর চাপ কমাতে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। কেরোসিন, কয়লা এবং পিএনজি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শহর ও গ্রামাঞ্চলে নতুন পিএনজি সংযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিদেশে, বিশেষত পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়েও সতর্ক রয়েছে কেন্দ্র। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই বহু ভারতীয়কে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু রয়েছে।

এদিকে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ওপর চাপ কমাতে পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর শুল্ক কমিয়েছে সরকার। এর ফলে বাজারে দামের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে।

সব মিলিয়ে, বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও দেশের জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্রিয় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ভোটের আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে 'কুরুচিকর' ভিডিও ভাইরাল

কড়া পদক্ষেপ কমিশনের

বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতা: ২৯ এপ্রিল, বুধবার ছিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফার হাইভোল্টেজ নির্বাচন। আর তার ঠিক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি 'কুরুচিকর' মিম ভিডিও ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। বিষয়টি নজরে আসতেই নজিরবিহীনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের হওয়ার আগেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তথ্য-প্রযুক্তি আইনে (আইটি অ্যাক্ট) এই নিয়ে মামলা রুজু হতে পারে বলেও জানায়। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে এরকম কুরুচিকর বা উসকানিমূলক প্রচার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছিল কমিশন।

কলকাতার নজরকাড়া কেন্দ্র ভবানীপুরে যেখানে প্রার্থী খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত শনিবার তথা, ২৫ এপ্রিল চক্রবেড়িয়ায় প্রচারকে কেন্দ্র করে দুই শিবিরের সংঘাত চরমে ওঠে। বিজেপির মাইক প্রচারের জেরে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য না রেখেই সভাস্থল ছাড়েন। এই রাজনৈতিক আবহের মধ্যেই বিতর্কিত ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দফার ভোট নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে কমিশন একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। জানানো হয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুথের ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা খোলা রাখা বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্ট্রং রুমে ভিভিপ্যাট জমা দিতে হবে। প্রথম দফার বিলম্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার প্রিসাইডিং অফিসারদের এ বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যেই এবার বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ ও মাদক উদ্ধার করা হয়, যার অঙ্ক ২০২১ সালের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কুরুচিকর প্রচার রুখতে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কমিশনের এই অতি-সক্রিয়তা দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছে রাজনৈতিক মহল।

ভোটের পরেও সাত দিন রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: বাংলায় দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনের ঠিক দু'দিন আগে বড় ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার, ২৭ এপ্রিল বেহালায় এক বর্ণাঢ্য রোড-শো শেষে তিনি সাফ জানিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরেও অন্তত আরও সাত দিন এ রাজ্যে মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

২৯ এপ্রিল কলকাতার বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম-সহ বাকি আসনগুলোতে ভোট হয়। তার আগেই বেহালার রাস্তায় জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে শাহ ভোটারদের আশ্বস্ত করেন এবং বলেন, "ভাই ও বোনেরা, ২৯ তারিখ নির্ভয়ে ভোট দিতে যান। গুণ্ডাদের ভয় পাবেন না। নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা করেছে। আর আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, বিজেপি ক্ষমতায় এলেও ভোটের পর অন্তত সাত দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী এখানেই থাকবে।" মূলত ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতেই যে এই পরিকল্পনা, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট।

সেদিন বেহালার জনসভা ও রোড-শো দক্ষিণ কলকাতাকে আক্ষরিক অর্থেই গেরুয়া শিবিরে পরিণত করে। হুডখোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জনতাকে অভিবাদন জানান শাহ। এরপর তিনি হুগলির চন্দননগরেও একটি মিছিলে অংশ নিয়েছেন। প্রচারের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি।

অমিত শাহের দাবি, রাজ্যে বিজেপির পক্ষে প্রবল হাওয়া বইছে। ক্ষমতায় এলে বিজেপি সরকার এ রাজ্য থেকে 'সিন্ডিকেট রাজ' ও 'গুণ্ডা রাজ' নির্মূল করবে এবং সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত পার করে দেওয়া হবে। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ৪ মে। ফল প্রকাশের আগে ও পরে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই বাড়তি সাত দিন বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাসের আকালে ট্রেনে দাঁড়িয়েই কলকাতা ফিরছে গোটা উত্তরবঙ্গ

৫ মে-র আগে উত্তরের রাস্তায় পর্যাপ্ত বাস নামার আশা নেই

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি: দুই দফার ভোট মিটলেও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ মিটছে না। বরং দক্ষিণবঙ্গের ভোট ও গণনা সামলাতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের আরও ২০০টি বাস এবং ৪০০ জন চালককে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ায় পরিবহণ সংকট এক চরম আকার নিয়েছে। এর ফলে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই সরকারি বাসের আকাল। রবিবার, ২৬ এপ্রিল কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে যাত্রীদের ভিড় এতটাই ছিল যে, লাইনের মাথা স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে পাশের কলেজের গেট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও বাসের দেখা না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন সাধারণ যাত্রীরা।

নিগম সূত্রে খবর, ভোট মিটতে না মিটতেই ২০০টি বাস ও ৪০০ কর্মীকে দক্ষিণবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়ায় বর্তমানে মাত্র ৩৫০টির মতো বাস রাস্তায় নামানো সম্ভব হচ্ছে। দীর্ঘদিনের কর্মীসংকট এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই স্বীকার করেছেন যে, প্রয়োজনীয় কর্মীর মাত্র ৪০ শতাংশ দিয়ে পরিষেবা চালানো হচ্ছে, যা বর্তমান চাহিদার তুলনায় নগণ্য। ভোটের ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এই বাসগুলি ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, অর্থাৎ ৫ মে-র আগে উত্তরের রাস্তায় পর্যাপ্ত সরকারি বাস নামার কোনও আশা দেখছেন না যাত্রীরা।

এই ভয়াবহ বাস সংকটের কারণে সাধারণ মানুষ এখন ট্রেনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সেখানেও তিল ধারণের জায়গা নেই। কোচবিহার থেকে ফালাকাটার মতো স্বল্প দূরত্বের যাত্রার জন্যও মানুষকে এখন ট্রেনের ভরসায় থাকতে হচ্ছে, তা সে লোকাল হোক বা এক্সপ্রেস। পরিস্থিতি সবথেকে শোচনীয় এনজেপি বা কোচবিহার থেকে কলকাতাগামী দূরপাল্লার ট্রেনগুলোর। ট্রেনের টিকিট না পেয়ে অসংখ্য মানুষকে জেনারেল কামরায় স্রেফ দাঁড়িয়ে কলকাতা পৌঁছতে হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোট সেরে যারা নিজের কর্মস্থলে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের এই চরম ভোগান্তি লাঘব করতে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মহল সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে।

'পদ্ম পুরস্কার'-এর মনোনয়ন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: শুরু হল দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'পদ্ম পুরস্কার'-এর মনোনয়ন প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় সূত্রে খবর, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। সমস্ত মনোনয়ন অনলাইন মারফত নির্দিষ্ট পোর্টালে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। অফলাইন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাঠানো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

উল্লেখ্য, পদ্ম পুরস্কার তিনটি বিভাগে প্রদান করা হয়। 'পদ্মবিভূষণ', 'পদ্মভূষণ' ও 'পদ্মশ্রী'। ১৯৫৪ সালে চালু হওয়া এই সম্মান প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে ঘোষণা করা হয়। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও জনসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আবেদন জমা দিতে পারবেন সাধারণ নাগরিকরাও। ব্যক্তি নিজে অথবা অন্য যোগ্য প্রার্থীর নাম মনোনয়ন করতে পারবেন। বিশেষত মহিলা, তপশিলি জাতি, সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং নিঃস্বার্থ সমাজসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সামনে আনতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীর কাজ ও অবদানের বিস্তারিত বিবরণ সর্বোচ্চ ৮০০ শব্দের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং পদ্ম পুরস্কারের নির্দিষ্ট পোর্টালে উপলব্ধ।

Padma Awards
Padma Vibhushan
Padma Bhushan
Padma Shri

৭০০ কিমি দূরে ভোটের ডিউটি, দুশ্চিন্তা

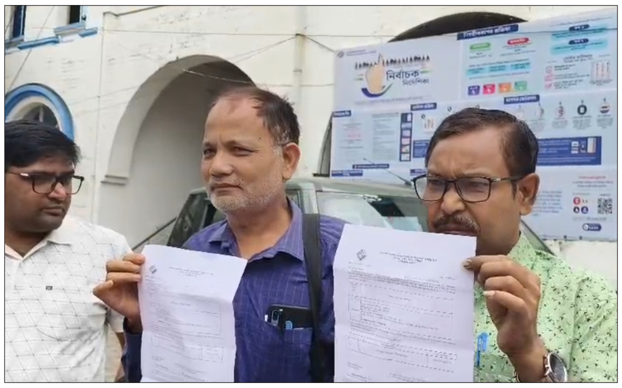

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটে কোচবিহারের পোস্টাল ভোট কর্মীদের একাংশের ডিউটি পড়ে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে। এত দীর্ঘ দূরত্বে স্বল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছানো নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েন তাঁরা।

কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে গিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন পোস্টাল কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, এত কম সময়ের মধ্যে এত দূরের গন্তব্যে পৌঁছে ডিউটিতে যোগ দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক কর্মীদের আশ্বস্ত করে জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রশাসন এ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। তবে প্রশাসনের আশ্বাসে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি না কর্মীরা।

আন্দোলনরত কর্মীদের একাংশ জানিয়েছিলেন, উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকলে বা স্পষ্ট কোনও নির্দেশ না মিললে, এভাবে জেলাশাসকের দপ্তর ছাড়া সম্ভব নয়। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, নির্বাচনী ডিউটি করতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু এত অল্প সময়ে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব। এছাড়াও তাঁদের আশঙ্কা ছিল, নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে যোগ দিতে না পারলে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে দায়ভার কে নেবে!

প্রায় বছর এরকম সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনা এবং ভোট কর্মীদের লজিস্টিক সহায়তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে এরকম সমস্যার সম্মুখীন না হওয়ার আশাই রাখছেন সরকারি কর্মচারীরা।

ঐতিহ্যবাহী শহরের জলছবি

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

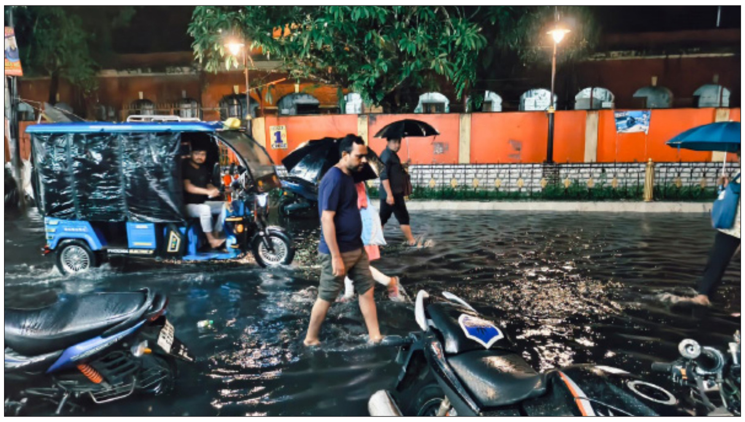

কোচবিহার: আকাশে সামান্য মেঘ জমলেই এখন আতঙ্কে দিন কাটে কোচবিহারবাসীর। গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, মাত্র দশ-কুড়ি মিনিটের হালকা বৃষ্টিতেই শহরের নিকাশি ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটি সবার সামনে চলে আসছে। শহরের প্রাণকেন্দ্র বড়বাজার এবং নিউটাউনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো সামান্য বৃষ্টিতেই গোড়ালি সমান জলে ডুবে যাওয়ায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে বড়বাজার সবজি মার্কেটে যাওয়ার মূল রাস্তায় নর্দমার নোংরা উপচে থিকথিকে কালো জল জমে থাকায় নরকযন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা। এই বিষাক্ত জলের উৎকট গন্ধে দোকানে বসে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এক ইলেকট্রনিক জিনিসের দোকানের ব্যবসায়ী। কর্মচারীদের দাবি, নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় কেনাবেচায় যেমন লোকসান হচ্ছে, তেমনি স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

এই জলযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না সাধারণ মানুষও। রাস্তার বড় বড় গর্ত আর জমে থাকা নোংরা জলের কারণে টোটো চলাচলে চরম অসুবিধা হচ্ছে। টোটো চালকরা এড়িয়ে চলতে চাইছেন ওই রাস্তা। যাতায়াত করতে গিয়ে নাকাল হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। পথচারীদের অবস্থা আরও করুণ; নোংরা কালো জল মাড়িয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। সঙ্গে রয়েছে চর্মরোগের ভয়। নিউটাউন এলাকার বাসিন্দাদের মতে, অপরিকল্পিত ড্রেনেজ সিস্টেম এবং প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই এমন দুরবস্থা।

রাজকীয় কোচবিহারের ঐতিহ্য রক্ষায় কেবল সৌন্দর্যায়ন নয়, বরং সাধারণ মানুষের এই প্রতিদিনের কষ্ট লাঘব করা খুবই দরকারি। নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণই এখন প্রশাসনের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। আসন্ন বর্ষার আগে পৌরসভা কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে শহরবাসী।

জমজমাট কবিতার আসর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি ঘরোয়া পরিবেশে কবিতা ও সাহিত্যচর্চার এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে ‘এসো কবিতায় কথা বলি’ শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন করল কোচবিহার শিল্পী সংসদ। মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম কবিতা, এই আপ্তবাক্যকে পাথেয় করেই সাজানো হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠানে।

কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবি, সাহিত্যিক ও ছড়াকারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। পাশাপাশি সংগঠনের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এই সাহিত্য আসরে।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। এরপর একে একে মঞ্চে উঠে নিজেদের লেখা কবিতা ও ছড়া পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত কবি ও সংগঠনের সদস্যরা। নানা বিষয়ের উপর রচিত কবিতা ও ছড়া শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। সকলের সম্মিলিত উপস্থিতি ও আন্তরিক অংশগ্রহণে অনন্য মাত্রা পায় এই অনুষ্ঠান।

বাইক আরোহীর মৃত্যু, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন

চ্যাংরাবান্ধা: দ্রুত গতির বলি হলেন ধূপগুড়ির এক যুবক। ২৫ এপ্রিল, শনিবার দুপুরে চ্যাংরাবান্ধা দেবী কলোনি এলাকায় চা-পাতা বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় শেখর সরকার নামে এক আরোহীর। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন রবিন রায় ও সুদেব রায় নামে আরও দুই যুবক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হেলমেটহীন তিন যুবক দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিতে ধাক্কা মারেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শেখরকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকিদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘাতক গাড়িটির খোঁজ চালাচ্ছে। গতি নিয়ন্ত্রণ ও হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলল এই দুর্ঘটনা।

गौ सम्मान अभियान
27 अप्रैल, 2026
कूचबिहार, पश्चिम बंगाल

স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বিভিন্ন হিন্দু সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ‘গো সম্মান অভিযান’ উপলক্ষে ২৭ এপ্রিল, সোমবার কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক দপ্তরে একটি স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

স্মারকলিপি জমা দেওয়ার আগে মহেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, এবং গো-রক্ষা সংক্রান্ত নানা দাবিতে সরব হন অংশগ্রহণকারীরা।

উদ্যোক্তাদের মূল দাবি ছিল দেশজুড়ে গো-হত্যা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে এবং গরুকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দিতে হবে। এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পাঠানো হয়, যা সদর মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়।

মিছিলে অনেক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ‘গো সম্মান অভিযান’-এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা একত্রিত হন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন।

এই বিষয়ে মদনমোহন গোশালা কমিটির চেয়ারম্যান ভোলানাথ আগারওয়াল বলেন, “গো-রক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা চাই সরকার এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখুক এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।” পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর নজরদারি রাখা হয়।

ঝড়-বৃষ্টিতে গাছ ভেঙে বিপত্তি, প্রশাসনের তৎপরতায় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টির জেরে কোচবিহারের কাচারি মোড় এলাকায় একটি বিশাল আকারের গাছ উপড়ে রাস্তার ওপর পড়ে যায়। এর ফলে ব্যস্ততম এই রাস্তায় সাময়িকভাবে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

গাছ পড়ার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক। পাশাপাশি পরিস্থিতির তদারকি করতে সেখানে উপস্থিত হন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ, সিভিল ডিফেন্সের সদস্য এবং পুরসভার কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নামেন। তাঁরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গাছটি কেটে রাস্তা থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলেন। প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই যান চলাচল ফের স্বাভাবিক হয় এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি দূর হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রশাসনের এমন সক্রিয়তায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

হিংসামুক্ত ভোটে নজির, রেকর্ড কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এসআইআরের পর বাংলায় প্রথম দফার ভোট সম্পন্ন হতেই নজর কাড়ল কোচবিহার। দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ড গড়েছে এই জেলা। তারই সঙ্গে দিনহাটা মহকুমাতেও হিংসামুক্ত, ভয়-ভীতিহীন পরিবেশে ভোট হওয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ভোটের হার। মহকুমার সিতাই বিধানসভায় পড়েছে জেলায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট—৯৬.৫৫ শতাংশ। দিনহাটা বিধানসভায় ভোটদানের হার ৯৫.৭০ শতাংশ। একসময় ভোট মানেই যেখানে অশান্তি, সেই দিনহাটায় এবার শান্তিপূর্ণ ভোট নজির তৈরি করেছে।

সাম্প্রতিক অতীতে দিনহাটার ভোট মানেই ছিল উত্তেজনা ও হিংসা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আহত হন তৎকালীন এসডিপিও ধীমান মিত্র। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে অশান্তি ছড়ায়, ভাঙচুর হয় বাড়িঘর ও দলীয় কার্যালয়।

এই হিংসার প্রভাব পড়েছিল সাধারণ মানুষের জীবন ও ব্যবসায়। নির্বাচন এলেই আতঙ্ক বাড়ত। তবে এবারে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল কমিশন। আগেভাগেই মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী, আনা হয় বিশেষ সাজোয়া গাড়ি। দিনহাটা মহকুমা শাসক ভরত সিং ও এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথের নেতৃত্বে জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও টহলদারি। ভোটের দিন ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পুরো মহকুমাতেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়। মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। আমেরিকা ও মালয়েশিয়া থেকে বহু প্রবাসী বাঙালিও ভোট দিতে ফিরে আসেন এবং নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, “প্রতিবার ভোট এলেই অশান্তির কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হত। এবারের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে আমরা স্বস্তিতে।”

প্রবাসী বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার রমাপ্রিয় সাহা বলেন, “আমার শহর দিনহাটাতে এবার অন্যরকম ভোট দেখলাম। অন্যান্যবারের মতো হিংসাপ্রবণ, নয়। শান্তিপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের ঢল নেমেছে। মালয়েশিয়ার থেকে ভোট দিতে দিনহাটায় ফিরেছি। আমি খুশি।” দিনহাটা মহকুমা শাসক ভরত সিং বলেন, “ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং, রুট মার্চ, কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস এবং সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে। এসএসটি (নাকা), এফএসটি, কিউআরটি এবং সেক্টর অফিসাররা এই নির্দেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।”

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ০১ মে - ১৪ মে, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

মসনদে কে?

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য এখন স্ট্রংরুমের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বন্দি। দুই দফার নির্বাচনে ভোটাররা তাঁদের রায় জানিয়ে দিয়েছেন ইভিএমের বোতামে। আগামী ৪ মে, সোমবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে সেই রুদ্ধশ্বাস গণনা। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার বেলা ১২টার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, আগামী পাঁচ বছর বাংলার শাসনভার কার হাতে তুলে দিলেন রাজ্যবাসী।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। ২৯৪টি আসনের জন্য চিহ্নিত ৭৭টি গণনাকেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি স্ট্রংরুমে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারা, সিসিটিভি নজরদারি এবং ‘ডবল লক সিস্টেম’ নিশ্চিত করছে এক স্বচ্ছ প্রক্রিয়া। গণনাকক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রেও এবার বাড়তি কড়াকড়ি; কিউআর কোডযুক্ত আইডি কার্ড ছাড়া প্রবেশাধিকার মিলবে না কারও। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে স্ট্রংরুম খোলা থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গণনার শুরুতে পোস্টাল ব্যালট এবং পরবর্তীতে ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিটের ‘রেজাল্ট’ বোতাম টিপতেই বেরিয়ে আসবে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট। সাধারণত কয়েক রাউন্ডের গণনা শেষে দুপুর ১২টার মধ্যেই ট্রেন্ড বা প্রাথমিক ঝোঁক পরিষ্কার হয়ে যায়। যদিও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শেষ রাউন্ড পর্যন্ত উত্তেজনা বজায় থাকে। ইভিএমের হিসাবের সঙ্গে ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার প্রক্রিয়াটি এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাকে আরও সুদৃঢ় করবে।

ইতিমধ্যেই বুথফেরত সমীক্ষাগুলি জনমনে উত্তেজনার পারদ চড়িয়েছে। কোনও সমীক্ষায় ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্লা ভারী, আবার কোথাও গেরুয়া শিবিরের বড় জয়ের ইঙ্গিত। তবে ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে বুথফেরত সমীক্ষা অনেক সময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য সোমবারের মাহেন্দ্রক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। গণতন্ত্রের উৎসবে ভোটারের রায়ই শেষ কথা। সোমবার দুপুরেই নির্ধারিত হবে নবান্নের দখল কার, আর কার কপালে জুটবে বিরোধী বেঞ্চের আসন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে গোটা রাজ্য।

টিম পূর্বোত্তর
সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার,
দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর,
শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক,
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

মে দিবসের আড়ালে কর্পোরেট থেকে গ্লোবাল হাব

শ্রমিক অধিকারের বিবর্তন, আজ ও আগামীর চ্যালেঞ্জ

MAY 1ST
OFFICE
ACTIVE
INTERNATIONAL WORKERS' DAY
MAY DAY 2024

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

ভারতের নয়ডা হোক বা বেঙ্গালুরু সেক্টর ৬২ বা ১৮-র গগনচুম্বী কাচঘেরা অফিস, সেগুলোর দিকে তাকালে ২০২৬ সালের আধুনিক কর্মসংস্কৃতির এক অদ্ভুত ছবি ফুটে ওঠে। গোধূলির আলো এক সময় ঠিক ওই বিশাল ভবনগুলোর ওপ কাচের জানলার ওপর পড়ে। তবে তাকিয়ে দেখার সময় থাকে না কারও। দূর থেকে মনে হয় কেবল ইঁটের দালান, তবে তা নয়, সেগুলো হলো ভারতের ‘কগনিটিভ ক্যাপিটাল’ বা মেধার বিশ্বজয়ের মিনার। এই চাকচিক্যের আড়ালেও যে লুকিয়ে রয়েছে এক অন্যরকম নিঃশব্দ সংগ্রাম, তা মাঝে মাঝে উঠে আসে খবরের কাগজে বা রাত আটটার হেডলাইনে।

এই আইটি এবং ফিনটেক হাবগুলোতে এখন আর প্রথাগত কোনও লাল ঝাণ্ডার মিছিল নেই, নেই কোনও শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়নও। তবে আছে কেবল কর্পোরেট এইচআর পলিসি, পারফরম্যান্স মেট্রিক্স আর ডিজিটাল লগ-ইন টাইম। ইউনিয়ন নেই বলে কর্মীরা না পারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি দর কষাকষি করতে; বা কোনও শোষণ বা মানসিক চাপের মুখে পড়লে তাদের দাবি জানাতে। তাই তাদের শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ায় সোশ্যাল মিডিয়া বা লিংকডইনের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একাকী লড়াই।

এই ১ মে বা মে দিবসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে পড়ে ১৮৮৬ সালের শিকাগোর হে-মার্কেট ট্র্যাজেডি এবং ১৯২৩ সালের ভারতের চেন্নাইয়ের প্রথম মে দিবসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। ঐতিহাসিকভাবে এই দিনটি ছিল শ্রমিকদের দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় এবং মানবিক কর্মপরিবেশ আদায়ের এক লড়াই। কিন্তু ২০২৬ সালের এই হাই-টেক যুগে মে দিবসের তাৎপর্য রাজপথের স্লোগান ছাড়িয়ে এখন ল্যাপটপের স্ক্রিনে বন্দি হয়ে গিয়েছে। আজ যখন আমরা মে দিবস পালন করছি, তখন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক নতুন ভারত, যা কেবল সস্তার শ্রমিক পাওয়ার জায়গা নয়, বরং উদ্ভাবনের বিশ্বসেরা কেন্দ্র।

২০২৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারত আজ বিশ্বের শ্রমবাজারে এক অপরাজেয় শক্তি। ১,৭৬০টিরও বেশি গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি) আজ ভারতে সক্রিয়, যেখানে প্রায় ১৯ লক্ষ পেশাদার সরাসরি যুক্ত। বেঙ্গালুরু আজ ভারতের ‘সিলিকন ভ্যালি’, যেখানে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জিসিসি অফিস অবস্থিত। হায়দ্রাবাদ তার ‘হাই-টেক সিটি’ নিয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল ও লাইফ সায়েন্সের নেতৃত্ব দিচ্ছে। গুরগাঁও এবং নয়ডা হয়ে উঠেছে ফিনটেক ও ই-কমার্সের প্রাণকেন্দ্র। এমনকি আহমেদাবাদের গিফট সিটি, কোচি বা কোয়েম্বাটোরের মতো দ্বিতীয় সারির শহরগুলোও আজ বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। ভারত আজ আর কেবল রুটিন কোডিং করে না; বিশ্বের চিপ ডিজাইনের ২০ শতাংশ কাজ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যাপক ব্যবহার আজ ভারতীয় কর্মীদের হাত ধরেই হচ্ছে। ৮৯ শতাংশ ভারতীয় পেশাদার আজ এআই ব্যবহার করে নিজেদের উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছেন, যা বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। ভারত আজ ‘কস্ট আরবিট্রেজ’ বা সস্তায় কাজ দেওয়ার ধারণা থেকে বেরিয়ে ‘ভ্যালু ক্রিয়েশন’ বা মানসম্পন্ন উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ১৩টি ফরচুন ৫০০ কোম্পানি তাদের মোট পেটেন্টের ২৫ শতাংশেরও বেশি ভারত থেকে তৈরি করছে। এটি অবশ্যই এক অভাবনীয় সাফল্য এবং ইতিবাচক দিক।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব উন্নতি বা অগ্রগতির মুদ্রার উল্টো পিঠটি বেশ ধূসর। ভারতের এই আধুনিক শ্রমসংস্কৃতির একটি নিরপেক্ষ ও ইতিবাচক সমালোচনার দাবি রাখে। ভারত যখন ‘চায়না প্লাস ওয়ান’ কৌশল বা ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুবিধা নিয়ে নিজেকে গ্লোবাল হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে, তখন আমাদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কতটা মানবিক থাকছে? সমীক্ষা বলছে, ভারতের প্রায় ৫১ শতাংশ কর্মী সপ্তাহে ৪৯ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন। এই অতিরিক্ত কাজের সংস্কৃতি বা ‘ওভারওয়ার্কড কালচার’ ভারতকে বিশ্বমঞ্চে ‘টক্সিক ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট’ বা বিষাক্ত কর্মপরিবেশের তকমা এনে দিচ্ছে। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়েও আমরা দেখছি, কর্মীরা দীর্ঘ সময় কাজ করার পরও এক ধরণের চাকরির অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। ‘হায়ার অ্যান্ড ফায়ার’ বা যখন-তখন ছাঁটাইয়ের সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে এক ধরণের নীরব আতঙ্ক তৈরি করে রেখেছে।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে বর্তমান কর্পোরেট ইউনিয়নগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। আধুনিক কর্পোরেট সংস্কৃতিতে শ্রমিক ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রভাব আগের তুলনায় অনেকটাই ম্লান। আজকের গিগ ইকোনমি এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের যুগে কর্মীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন বা আলাদা আলাদা। বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে এখন সবাই মিলে একত্রে দাবি তোলার পরিবর্তে ব্যক্তিগত কেরিয়ার গ্রোথ এবং পারফরম্যান্স রিভিউকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে কর্মীরা নিজেদের অধিকারের চেয়ে নিজেদের ‘পদমর্যাদা’ নিয়ে ব্যস্ত। এই ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ভিড়ে একত্রিত লড়াইয়ের সেই ধারালো ভাব আজ আর নেই বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে অফিস পলিটিক্স বা সহকর্মীদের সঙ্গে ইঁদুর দৌড়ে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার গ্রুপগুলো কেবল নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতা বা বার্ষিক পিকনিক অবধি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে।

তবে এই শান্ত রূপের আড়ালে যে কোনও সময় আগ্নেয়গিরির মতো অসন্তোষ ফেটে পড়তে পারে, তার প্রমাণ মেলে নয়ডার সাম্প্রতিক ঘটনায়। প্রায় প্রতিদিনের হেডলাইনে এখন জায়গা করে নিচ্ছে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি বা বেতন বৈষম্য নিয়ে শ্রমিকদের ক্ষোভ। সম্প্রতি নয়ডার ফেজ-২ এবং সেক্টর ৬৩-তে শ্রমিকদের প্রতিবাদ এক হিংসাত্মক রূপ নেয়, সেখানে রাস্তায় গাড়ি পোড়ানো এবং পাথর ছোড়ার মতো ঘটনা ঘটে। তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, আধুনিক ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের ক্ষোভ প্রশমনে কতটা ব্যর্থ। এই উত্তাল পরিস্থিতির মোকাবিলায় গৌতম বুদ্ধ নগর পুলিশকে এখন আলাদা ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেল’ তৈরি করতে হচ্ছে এবং একজন ডেডিকেটেড ডিসিপি নিয়োগ করতে হচ্ছে। প্রতিদিনের খবরে যখন দেখা যায় পুলিশ ফ্ল্যাগ মার্চ করছে কিংবা শ্রমিক অসন্তোষ দমনে এসওপি তৈরি হচ্ছে, তখন প্রশ্ন জাগে, আমরা কি তবে উন্নয়নের আড়ালে এক গভীর সামাজিক ফাটল তৈরি করছি? চার লক্ষাধিক শ্রমিকের এই জেলায় যখন ডায়ালগ বা আলোচনার চেয়ে পুলিশের নজরদারি বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন বুঝতে হবে মে দিবসের সেই দাবিগুলো যেন আজও পূরণ হয়নি।

ভারতের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো তার বিপুল জনশক্তিকে শুধু ব্যবহার করা নয়, বরং তাদের জীবনযাত্রার মানকেও উন্নত করা। যদিও ভারতের কর্মসংস্থানযোগ্যতা ৫৬ শতাংশে পৌঁছেছে, তবুও সেমিকন্ডাক্টর বা এআই-এর মতো বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির অভাব এখনো রয়ে গিয়েছে। শিল্প ও শিক্ষার এই মেলবন্ধন ঘটানো যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি কর্মক্ষেত্রে মানবিকতা বজায় রাখা। নয়ডার সেই আকাশছোঁয়া অফিস বিল্ডিংগুলোর ভেতরে থাকা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত স্বপ্নের মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকের মর্যাদা কেবল তার আউটপুট বা কত লাইনের কোড তিনি লিখলেন তার ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত নয়; বরং একজন মানুষ হিসেবে তার বিশ্রাম, পরিবারকে সময় দেওয়া এবং মানসিক প্রশান্তির অধিকারও মে দিবসের চেতনার অংশ।

এই এআই-এর যুগে মে দিবস আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। কাজের ফরম্যাট বদলে যায়, রাজপথের লাল পতাকার জায়গা নেয় ল্যাপটপের নীল আলো; কিন্তু শ্রমিকের মর্যাদা এবং অধিকারের লড়াই ফুড়ায় না। ভারত যদি সত্যিই বিশ্বমঞ্চে নিজেকে একটি টেকসই এবং উদ্ভাবনী শক্তিস্থল হিসেবে ধরে রাখতে চায়, তবে তাকে কেবল টেকনোলজিতে নয়, হিউম্যান রিলেশনসেও বিশ্বসেরা হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং কাজের সময়ের ভারসাম্য নিশ্চিত করাই হবে আধুনিক ভারতের প্রকৃত মে দিবস উদযাপন। নয়ডার সেই কাঁচের দেয়ালের ওপাশে বসে থাকা প্রতিটি তরুণের চোখে যেন কেবল কাজের চাপ না থাকে, বরং থাকে একটি সুন্দর ও সুরক্ষিত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। কারণ দিনশেষে, কোনও রোবট বা এআই নয়, বরং মানুষই হলো এই সভ্যতার আসল কারিগর।

গল্প

আত্মার কিউব

অনির্বাণ বসু

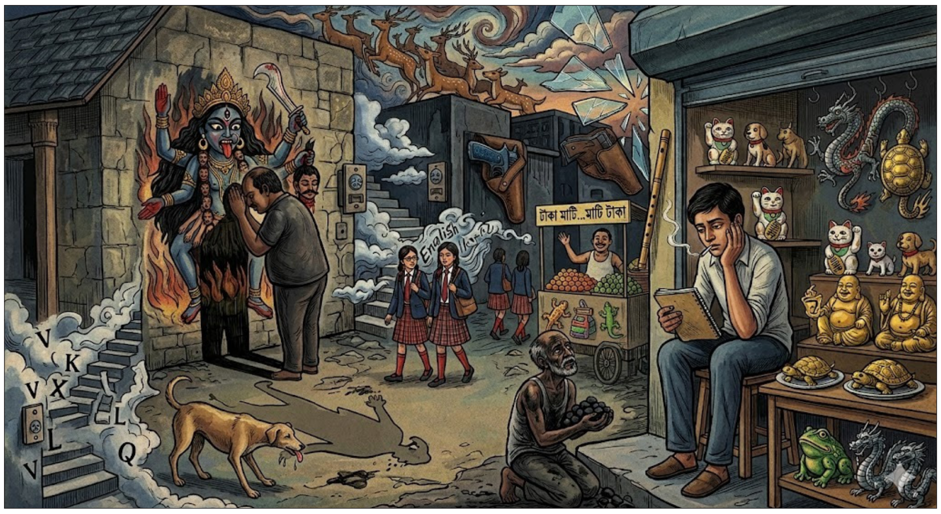

দেয়ালে মা কালীর ছবির সামনে; একটা শিথিল ছায়া, অতীব প্রাচীন একটি বাঁশি, কিছু বেলোয়ারি কাঁচ, কাঁচের নরম মেয়ে, উড়ন্ত হরিণের পাহাড়, একটা বুনো আকাশ, পালকের ছাট, আদিম হোলস্টার, হোলস্টারে ঘুমন্ত নীল বন্দুক, অনেকগুলো অন্ধকার কংক্রিট, স্ফুটমান টাইপরাইটারের প্রতিধ্বনি, সান্ধ্য মেঘ, উগ্র পাথরের দেয়াল, কতগুলি দুঃখিত ডোরবেল, মেঘলা সিঁড়ির শব্দ সমস্তটা তদীয় দেহে যখন ভয়ংকর লাট খায় তার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার অর্ধ লিখিত দ্বিতীয় খসড়াটি পড়তে নিয়েছিল।

অদ্য বুকটা কিউবিস্ট (CUBIST) ফর্ম নিচ্ছে মনে হয়েছিল; তার মনে হল এরা সবাই হিপ্নোটাইজড–কারণ এদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অতীব যান্ত্রিক, এরা কিছু নিয়ম জানে (নিয়মগুলো সব সংখ্যা), ক্যালকুলেট করছে সবাই – এই ধারণা হওয়ার মধ্য দিয়ে সে যেন নিজের বিন্দুবৎ অস্তিত্বকে প্রসারিত করতে চাইল। তখন বেলা ২ টা। ৯ টা পর্যন্ত থাকতে হবে। রেমন্ডের রক্তিম ব্যানারের ওপর স্থূলকায় পায়রার সরু ঝাঁক। অন্ধ ভিখিরির কণ্ঠ, ‘কিছু দান করেন বাবু’ আর উপেক্ষিত রাস্তার ওপর লাঠির মন্ত্রময় ঠকঠক ধ্বনি! খসখস শব্দ করে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলো সে, সিগারেট ধরতে যেন ক্ষণিকের জন্য একটু আমেজ বদল হল।

এখন তার মনে হয় যে, একটু অঙ্ক মানে হিসেব কষা যেতে পারে। “আমি + আমি + আমি +...” অথবা “আমি – আমি”, তার ধারণা দ্বিতীয় হিসেবটি অনেক গভীর। এই হিসেব অন্যরা বুঝবে না কারণ এখানে সংখ্যা নির্ভরতা নেই। কিন্তু আরেকটু স্থির হলে, আলোর রঙ পাতলা হলে কিংবা গাছেদের অস্তিত্ব ফুল ও ফলের থেকে ভিন্নতা পেলে, মনে হয় প্লাস মাইনাস সব মানেহীন। ‘চিহ্ন’ খুব ফরম্যাটিভ ব্যাপার।

তদীয় হাত তখন গালে, বিমর্ষতা ব্যক্ত করেছে। কারণ ক্রমাগত তার মনে হচ্ছিল সে যেন একটা প্যাটার্ন হয়ে যাবে! নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন। যেহেতু সর্বত্রই অ্যালফাবেট – V, K, Z, X, L, Q – সে অক্ষরহীনতাকে শ্রেয় বলে মনে করেছিল। সম্মুখে ফেংশুই আইটেমের দোকান। ‘FENG SHUI’ চীনের প্রাচীন দর্শন; এখানে মনে করা হয় পরিবেশে ‘POSITIVE ENERGY’ বা ‘চি’ প্রবাহিত করতে কিছু সামগ্রী উপযোগী। কতকগুলি নকল বেড়াল, রিমোট কন্ট্রোল কুকুর, সাথে প্লেটের ওপর সোনালী কচ্ছপ (দীর্ঘায়ু ও স্থিতিশীলতার প্রতীক), রকমারি আয়তনের লাফিং বুদ্ধ, ফেংশুই ওয়াটার ফাউন্টেন, তিন ঠ্যাংওয়ালা ব্যাঙ (MONEY FROG–টাকার প্রবাহ বাড়ানোর প্রতীক) ও ধাতব ড্রাগন। প্রত্যেক কিছুই, কিছু না কিছুর প্রতীক। অর্থাৎ, খোলসের ভেতরকার আসল জিনিস।

তার মনে হল, খোলসের প্রতি এই অনীহা অভদ্র ও অত্যন্ত নিন্দনীয়। যদি ‘কচ্ছপ=টাকা’ ধরা হয়, তাহলে সেটা কচ্ছপের অস্তিত্বকে বিনষ্ট করা। কারণ প্রতীকীতি প্রতীকের অস্তিত্বকে আক্রমণ করে। যে মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল বৃক্ষ সকল শান্তির প্রতীক; সে বৃক্ষের স্বতন্ত্রতা হরণ করেছে।

এসব ফেংশুই আইটেমের দোকানগুলো ছাড়িয়ে একটু আগে লেডিস আন্ডার গার্মেন্টসের দোকান, টেবিলের ওপর রং বেরঙের জাঙ্গিয়া আর ব্রাগুলোকে দেখলে মনে হবে কসাইখানায়, লৌহ শিকে ঝোলানো খাসির মাংস! সিগারেটে টান দিয়ে সে ঘড়ি দেখে। আকাশে অনেক দূরে, তিনটে চিল ঘোরাফেরা করে। কুকুর, বেড়াল আর পাখিদের গন্ধ। বাড়ি ফিরলে কোনো নাম না জানা ফলের গন্ধে পৃথিবীর গোপন স্বাদ এনে দেওয়ার মতো করে, মুখের ভেতরে ঘরের গন্ধ তাকে বিস্মিত করে। ঠান্ডা প্রাচীরগুলোকে নারী জ্ঞানে আদর করতে ইচ্ছে করে।

একটা সময় হয়, যখন ঘরে পোষ্য কুকুরের মতো ডিম লাইটের নীলচে আলো, নিঃষ্কম্প, তখন দেয়ালগুলো– যা ক্রিম কালারের– বুদ্বুদ্ উৎপাদন করে। নীল অন্ধকারে অর্ধনগ্ন মানুষটা অন্ধের মতো দেয়াল হাতড়ে দেখে। একটা দিন...একটা দিন তার নিজের মতন থাকতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে দূরে কোথাও মার্বেল পাথর বসানো মন্দিরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে সে।

তার সামনে একটা শ্বেত বুদ্ধমূর্তি। সে মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে পায়চারি করছিল কেননা বাহ্যিক মূর্তিটি সত্যিই আকর্ষণীয়। যদ্যপি তার অভিপ্রায় অন্য। তার বিশ্বাস অন্তরমূর্তিটি উদ্ধার করলে তার চলায় সমুদ্রের জলে ভাসার আনন্দ থাকবে। মূর্তিটি নিরক্ষণরত তার দুই চোখ তখনও সূক্ষ্ম কারুকার্যের ভেতর অব্যাপ্ত সৌন্দর্য অনুসন্ধানী; কারণ স্ট্রাকচারটা এযাবৎ তার চোখে সৌখিনতা।

ইতিমধ্যে এক ফেরিওয়ালা, ‘টাকা মাটি...মাটি টাকা’...এই কথাটা মানেহীন, এই বলে তদীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিল। বুদ্ধের মুখোমুখি ছেলেটির মনে হল, লোকটিকে জবাব দি, কিন্তু লোকটির দীন দশায় বোঝা গেল, যুক্তি-তর্ক তার কাছে হাস্যকর কিম্বা বিলাসিতা বোধ হবে। যেহেতু লোকটির কণ্ঠ অত্যধিক রোমশ, তাই শুরুটায় তার মারাত্বক রাগ হয়েছিল। এখন সে পুনরায় টুলে এসে বসলো। বাজারে ভিড় কম। ভাবলো, কর্মচারীকে দোকানে রেখে একটু হেঁটে আসবে সে।

ফেরিওয়ালার ওই বাক্য এখনও তার গাত্রে রিনরিন করছে। শীতে গাছগাছালি জমাট, আকাশে মেঘে সেই ঠাসা বুনট অবলোকন করে সে স্বীয় বুকে হাত বোলায়। হকারের ডাক এমত সময় অনাবশ্যক, লোকারণ্যে স্ফুলিঙ্গবৎ নিঃশ্বাস তাকে ভারাক্রান্ত করে। ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’... রামকৃষ্ণের জৈবিক রূপ আক্রান্ত তার মন তখন হিম নৈপথ্য হয়ে অস্ফুট ধ্রুবতারার দিকে যেতে চেয়েছিল যেন! কত কিছু ফেলে এসেছি, এধরণের চিন্তায় শ্বাসপ্রশ্বাস যেরূপ–এখন তার চুলগুলো তদৃশ। সহসা ভ্রু বক্রতা পায়, কারণ তার জিজ্ঞাসা? ভ্রূণাবস্থায় শহর তুমি কেমন ছিলে? কার পেটে ছিলে?

মাঠ, ঘাট, ক্ষেত, খামারের গর্ভে চুপ করে ছিলে তুমি! ওরা অবিরত সঙ্গম করে গেছে। তবু বোঝেনি তুমি আসবে। জন্ম নিয়েই এই শহর তার মা কে খেয়েছে। এরপরও পিতা তোমার গোড়ালিতে ঠোঁট স্পর্শ করবে। শহর রাক্ষসের মতো বেড়েই চলেছে...? মায়ের কথা শহরের মনে পড়ে?

বসু আমব্রেলা এন্ড ব্যাগ হাউস
বসু আমব্রেলা এন্ড ব্যাগ হাউস
আমব্রেলা

এই শহর ভাবাদর্শকে কোথাও না কোথাও বিকৃত করেছে এমন উপলব্ধি হবে, এমত পরিস্থিতিতে ফেরিওয়ালা তাকে দেখে গাল উঁচু করে হাসলো; অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে হাসতে হয়। নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার, হলিডে হোম লজ, অ্যাঞ্জেল ব্রোকিং, ধূসর অ্যাক্টিভা, জর্জ মর্বাট রোড, ত্রিমূর্তি মোড়, শ্রী শ্রী শনি মন্দির, লোকনাথ টয়েজ, জেকে এন্ড জেকে ট্রেডার্স...চক্কর দিতে দিতে এখন নিউ বেঙ্গল লেদার হাউজ। এরপর টাঙ্গাইল স্টোরসের ল্যাংটা হলুদ কৃষ্ণকে ছাড়িয়ে আরেকটু হাঁটতে হবে। প্রত্যেকবার তার মনে হয় আরেকটু আগেই দেবাসুর সংগ্রাম; মনে হয় কারণ সে মনে করতে চায়। পথ চলায় চিন্তার এই আতিশয্য তাকে অদ্ভুত আগ্রহী করে। সে মনে করে আর দশ পা এগোতে পারলেই বুকের ভেতর পর্যন্ত একটা মাংসাশী ফড়িং ঢুকে যাবে। বুকের ভেতর ফড়িং ঢুকবে এই লোভে আদতে সে হাঁটে না।

এখন সে পেছনে পুরোনো লজের গলিতে; সেখানে প্রাচীরে অঙ্কিত মা কালীর বিরাট ছবি। প্রাচীরের সামনে একটি হৃষ্ট, কালো লোক। কালীর কপালে কপাল ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ দৃশ্যে কেউ যেন তার মৃত্যুগামী ইঁদুরের কুঁকড়ে যাওয়া অবয়বের মতো পিঙ্গল আজ্ঞাচক্র চুম্বন করেছিল।

মনে হল সেই ব্যক্তিটি তৃতীয় ছায়া সম্পন্ন! অথচ আমি নিজের ভেতর থেকে দুটো ছায়া বের করতেই হয়রান – এই ভেবে সে অচিরাৎ মনে করতে চায়, ‘লোকটা আগের জন্মে বোধহয় মেয়ে ছিল’...নয়তো পরের জন্মে হবে। তৃতীয় ছায়াটা এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর একটা লম্বা, কালো, চ্যাপটা দরজার মতো পড়েছিল। প্রথমে কুকুরেরা এসে সেই ছায়া শুকে দ্যাখে, তারপর জিভ এলিয়ে দেয় মাটির ওপর। সে দেখলো, নিমিষের মধ্যে সেই মোটা বেঁটে লোকটার ছায়া ভিজে গেল। এরপর রাস্তার থেকে কালো মাদুরের মতো নিজের সিক্ত ছায়া তুলে লোকটা চলে গেল। সে হাঁ মুখে লোকটাকে অবলোকন করেছিল, কারণ ধ্যানরত দেহ থেকে অনেক প্রচেষ্টার পর সে কেবল দ্বিতীয় ছায়া বের করতে পেরেছে।

অদূরে ইংলিশ মদের দোকান; উইস্কি, ব্রান্ডি, স্কচ, রাম, বিয়ার সব মেলে। এসবের মাঝে সবুজ পাতার ন্যায় গজিয়ে উঠেছে শিশুদের ছোট-বড় খেলনার দোকান। নানান রকমের টয়, ডাইনোসরের পুতুল ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও একটা বাক্সবন্দী বার্বি ডল এসময় তাকে সম্মোহিত করেছিল। পাশেই একটি বিখ্যাত কনভেন্ট স্কুল। চেক স্কার্ট, লাল মোজা আর ব্লেজার পড়ে স্কুলের বালিকারা যখন এই মার্কেট দিয়ে হেঁটে যায়, রাস্তাগুলোয় কিছুক্ষণ যেন একটা ইংলিশ ইংলিশ গন্ধ থাকে! স্কুল ছুটি হয়েছে, ছাত্রীদের পাশ দিয়ে সে হেঁটে বেরিয়ে গেল। এই বালিকারা মেয়ে হওয়ার সুবাদে কত না প্রাচীন মুখশ্রী ও মুখাভঙ্গির অধিকারী!

তদানীন্তন একজন প্রৌঢ় রাস্তার পাশে, হোটেলের সামনে দু’হাত ভরে কয়লা ঘাটছিল। লোকটার বউ আছে, বাচ্চা আছে, ভগবান আছে! ঈশ্বর বিশ্বাস এমত আশ্চর্যের হতে পারে এই ধারণা তার ছিল না। যেহেতু সেও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, এক্ষণে তার ইচ্ছা হয় ওই প্রৌঢ় লোকটিকে গিয়ে তোমার ঠাকুর কেমন? জিজ্ঞেস করবে। লোকটার ভগবানকে দেখার, এই দুর্বার ইচ্ছে তার মনে সহসা একটি দৃশ্যকল্প রচনা করেছিল। তীর্থযাত্রায় ভারতের প্রত্যেকটা ঈশ্বরভক্ত মানুষ পোষা কুকুরের মতন নিজেদের নিজেদের ভগবানকে নিয়ে ঘুরতে বেড়িয়েছে। লোহার শেকলের ঘনঘন শব্দ।

এখন বাবা দোকানে না দেখলে তাকে ফোন করতে পারে, এই ভেবে দোকানের দিকে রওনা দিল সে। গজানন ইম্পেক্স (ইম্পোর্টার, এক্সপোর্টার, হোলসেলার) -ফুলদানি, গ্লাসওয়্যার, মেটালের উট ইত্যাদির ভেতর দিয়ে একবার তার বাবার দিকে তাকালো সে। এই লোকটা কখনো ওই পুরোনো লজের সামনে যায়নি...কখনো কালীর কপালে কপাল স্পর্শ করেনি; মা বিয়ের পর এই লোকটারই পা ধুইয়েছিল। পুনঃ একবার ‘টাকা মাটি, মাটি টাকা’ ইত্যাকার উচ্চারণে সে আপনকার গাত্র সূক্ষ্ম করতে চায়। এবার অন্য দোকানে এসে বসলো সে।

বসু আমব্রেলা এন্ড ব্যাগ হাউস। এখন, ঠিক এই মুহূর্তে – আমি কি একা? এই নিয়ে চিন্তা যদিও বেশি দূর গড়ায়নি, কিন্তু সে অনেক চেষ্টা করেছিল। তদীয় থাকা না থাকা মানেহীন...সে যা যা কল্পনা করে, তার অস্তিত্ব কোথায়...এই প্রশ্নে সে ক্ষান্ত হয়।

তখন ফোর : টুয়েন্টি নাইন; একটু পরেই সে বের হবে। প্রত্যেক বিকেলে তার বন্ধুর সাথে কেবিনে আড্ডা দিতে যায়। সেখানে কবিতা পাঠ, পলিটিক্যাল ক্রাইসিস, অধ্যাত্ম ইত্যাদি গুরুতর আলোচনার সাথে হাসি-মজা করে সে নিজের পরিপাটি রক্ষা করতে চায়। পাঁচটা নাগাদ সে বের হল।

“সহসা মনে পড়ে স্ট্যালিন যেদিন একের পর এক কবিদের হত্যা করছিল সেদিন একজন অবহেলিত কবি গানপয়েন্টের সামনে স্ট্যালিন কে অভিশাপ দেয়।

আরেকটি কিংবদন্তি এই যে সেইদিনই এক ল্যাংটো গোঁসাই সুটেড বুটেড হয়ে ক্লাবে মদ খেয়েছিল...যেভাবে আজও আরশোলা উড়ে আসে আমার হাফ বয়েল্ড সন্নিবিষ্ট প্লেটের কাছে কিছু খাওয়ার জন্য।” (প্রথম খসড়া) এই খসড়াটা সকালে লিখে রেখেছিল, ভাবলো ক্যাফেতে গিয়ে বন্ধুকে শোনাবে। শোনালো; বন্ধু তার শোনানো ফ্রাগমেন্টে যথেষ্ট প্রশংসামুখর। অনেকটা সময় এভাবেই অতিবাহিত হবার পর, ‘চল...ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন...’ এই বলার মধ্যে কণ্ঠ যথেষ্ট একাগ্র ও রক্ষণশীল যেহেতু সংস্কারবশত সে তখনও পুরুষ ও ভাবে রাজসিক। এই ভ্রান্ত উচ্চারণের পর যখন সে কেবিন থেকে হাঁটা শুরু করেছিল, মনে হচ্ছিল একটা বিশাল কালো জন্তুর মতো রাস্তার নাড়ি ফুলে ধকধক করছে! তার বন্ধু তখন উল্টো রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কাল আবার এখানে আসবো ভেবে সে খুশি হতে চেয়েছিল। কেননা সে তখন ভীত! এই মাতৃখাতক শহর যেন ওঁৎ পেতে আছে।

এসময় সে দ্বিতীয় খসড়াটি বের করেছিল।

দ্বিতীয় খসড়া: একটা নীল কালো শিশু বিশ্বযুদ্ধের বোমা কামড়ে বলে, ‘মা খিদে পেয়েছে’; হরিদ্রাভ মেয়েটি ওর মা; যার স্বামী সদা লিঙ্গহীন।

শিলিগুড়িতে জাল নোটের পর্দাফাঁস

ধৃত সিকিমের ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার আগে শিলিগুড়িতে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল গোপন খবরের ভিত্তিতে হিমাচল বিহারের এপিসি কলেজের সামনে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার ৪০০ টাকার জাল নোটসহ এক ব্যক্তিকে হাতে-নাতে ধরা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম শিবাজী গুপ্তা, যিনি সিকিমের জোড়থাং এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সাদা পোশাকের তল্লাশি দল যখন অভিযুক্তকে ঘিরে ফেলে, তখন তার কাছ থেকে ২০০ টাকার নোটের বেশ কিছু বান্ডিল উদ্ধার হয়। নির্বাচনের এই উত্তপ্ত আবহে জাল টাকার এমন আনাগোনা ভাবিয়ে তুলেছে প্রশাসনকে। উদ্ধার হওয়া নোটগুলোর সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখে দুঁদে পুলিশ কর্তাদেরও অবাক হওয়ার দশা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীদের অনুমান, এই জাল টাকাগুলো মালদা জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং শিলিগুড়িকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে সিকিমে পাচারের ছক ছিল। ভোটের মুখে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং এই বিপুল অর্থ নির্বাচনের কোনও কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ, যাতে এই চক্রের শিকড়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়। নির্বাচনের আগে এই উদ্ধার শিলিগুড়িতে নজরদারি আরও বাড়িয়ে দেয়।

RESERVE BANK OF INDIA
₹200
7HH 230500
BFC 803

ইসরোর তরুণ বিজ্ঞানী কর্মসূচিতে বালুরঘাটের অভ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের প্রত্যন্ত ভাটরা গ্রাম থেকে মহাকাশ গবেষণার আঙিনায় পা রাখতে চলেছে কিশোর অভ্র বসাক। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মর্যাদাপূর্ণ তরুণ বিজ্ঞানী কর্মসূচি 'যুবিকা'-য় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে সে জেলা তথা রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে। বালুরঘাট পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এই ছাত্রটি দেশের বাছাই করা ৪৫৬ জন পড়ুয়ার মধ্যে ১৭৬তম স্থান অধিকার করেছে।

আগামী ১১ থেকে ২২ মে হায়দরাবাদের 'ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার'-এ আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেবে সে। ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহী অভ্রর কাছে এটি একটি স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত। ভবিষ্যতে সে রিমোট সেন্সিং নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করতে চায়।

অভ্রর এই যাত্রার পথটি মোটেও সহজ ছিল না। বাবা পেশায় কৃষক আশিস বসাক এবং মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই সে তার পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই সে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র। স্কুলের প্রিন্সিপাল সন্দীপ দত্ত জানিয়েছেন যে, অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট, খেলাধুলা, এনসিসি এবং সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মূল্যায়নের পাশাপাশি ইসরো আয়োজিত একটি কঠিন অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে এই সুযোগ পেয়েছে অভ্র। মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের জোরেই অভ্র আজ এই সাফল্যে পৌঁছেছে।

পুরাতন মালদায় চড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

পুরাতন মালদা: চড়ক পুজো উপলক্ষ্যে গত ২৭ এপ্রিল সোমবার পুরাতন মালদার লোলাবাগ শ্মশান এলাকায় ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। এদিন ভোর থেকেই হাজরা নাচের শোভাযাত্রাকে ঘিরে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

পুরাতন মালদা পৌরসভার নবাবগঞ্জ এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন অসংখ্য ভক্তরা। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে ভিড় জমান বিপুল সংখ্যক দর্শক। ফলে সকাল থেকেই এদিন স্থানীয় রাস্তায় যান চলাচল কিছুটা অব্যাহত হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিড় সামাল দেওয়া, নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সব মিলিয়ে, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

অসুস্থ 'সারিন্দা সম্রাট'-এর সহায় 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: একই জেলায় দুই পদ্মশ্রী প্রাপক, কিন্তু তাঁদের পরিচয় আলাদা। একজন সারিন্দার সুরে বিশ্ব জয় করেছেন, আর অন্যজন বাইক-অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে চলেছেন। সোমবার, ২৭ এপ্রিল জলপাইগুড়ি দেখল দুই গুণী মানুষের এক অনন্য মেলবন্ধন। অসুস্থ সারিন্দা শিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায় যখন জীবনযুদ্ধের লড়াই চালাচ্ছেন, ঠিক তখনই তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন জেলারই আরেক গর্ব, 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' করিমুল হক।

সুর থেমেছে যন্ত্রণায়। ময়নাগুড়ির ধওলাগুড়ি গ্রামের সেই অতি পরিচিত সারিন্দার সুর গত এক সপ্তাহ ধরে স্তব্ধ। গলায় তীব্র সংক্রমণ নিয়ে শয্যাশায়ী ১০২ বছরের কিংবদন্তি শিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায়। সোমবার সকালে শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হলে পরিবারের লোকজন তাঁকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা ঝুঁকি না নিয়ে বর্ষীয়ান শিল্পীকে দ্রুত জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন।

খবর পৌঁছানো মাত্রই নিজের বাইক-অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বেরিয়ে পড়েন করিমুল হক। প্রশাসনিক জটিলতা বা যানবাহনের অপেক্ষায় না থেকে, তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে মঙ্গলাকান্তবাবুকে ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে পৌঁছে দেন। হাসপাতালের ট্রলিতে করে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ভর্তির নথিপত্র গোছানো, সবটাই নিজের তদারকিতে শেষ করেন করিমুল। তিনি বলেন, "উনি আমাদের দেশের সম্পদ, আমাদের জেলার গর্ব। ওঁর বিপদে পাশে থাকা আমার কর্তব্য।"

কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর, প্রবীণ শিল্পী সুস্থ হয়ে ৩০ এপ্রিল বাড়ি ফিরলেন। শিল্পী নিজেই বাড়ি ফেরার জন্য বারবার ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, অবশেষে পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি এখন বাড়িতে।

ময়নাগুড়িতে চা চাষীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: শ্রমের ঘাম আর বাগানের সবুজ যেন আজ বড়ই সস্তা! কাঁচা চা পাতার ন্যায্য দাম না পাওয়ার ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ময়নাগুড়ির চা চাষীরা। যে চা পাতায় মানুষের দিন শুরু হয়, সেই পাতাই এদিন আছড়ে পড়ল ময়নাগুড়ি-রামসাই সড়কের ওপর। ন্যায্য পাওনা আর সম্মানের দাবিতে ২৯ এপ্রিল, বুধবার রাস্তায় টন টন কাঁচা পাতা ফেলে নজিরবিহীন বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষী ও পাইকাররা। চাষীদের অভিযোগের মূল তির 'বটলিফ' কারখানাগুলোর একতরফা সিদ্ধান্তের দিকে। তাঁদের দাবি, কারখানাগুলো দিনে কয়েকবার পাতার দাম পরিবর্তন করছে, সকালে

যে পাতার দাম কেজি প্রতি ২০ টাকা থাকে, বিকেলেই তা ম্যাজিকের মতো কমে দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৭-৮ টাকায়। এর ফলে উৎপাদন খরচটুকুও উঠছে না প্রান্তিক চাষীদের। সেই সঙ্গে ওজনে কারচুপি এবং শুকনো পাতার দোহাই দিয়ে কুইন্টাল প্রতি ৭ কেজি করে পাতা কেটে নেওয়ার মতো অন্যায্য শোষণও চলছে অবাধে।

বিক্ষোভের জেরে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল থমকে যায় এবং ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়নাগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিলে কয়েক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

তবে চাষীদের আল্টিমেটাম স্পষ্ট দিনে একবার যে দাম নির্ধারিত হবে, সারা দিন সেই একই দামেই পাতা কিনতে হবে এবং ওজনে কারচুপি বন্ধ করতে হবে।

প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপ না মিললে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এখন দেখার, সবুজ সোনার কারিগররা তাঁদের ঘামের সঠিক দাম পান কি না, নাকি লরি ভর্তি পাতা ফের জলের দরেই বিক্রি করতে হয়।

ভোট মিটতেই ফের ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: প্রথম দফার ভোটপর্ব মিটতেই ফের ভিনরাজ্যের পথে পা বাড়ালেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। রাজ্যে কাজের অভাব, এই অভিযোগে সংসার চালানোর তাগিদে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন বহু শ্রমিক। সেই কাজের তাগিদেই আবারও রওনা দিয়েছেন তাঁরা। সম্প্রতি মালদা টাউন স্টেশন সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ধরা পড়ল সেই চেনা ছবি।

জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র মালদা জেলা থেকেই প্রায় ৮৪০ জন শ্রমিক ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি ফিরেছিলেন। ভোট মিটতেই তাঁদের বড় অংশ ফের কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শ্রমিকদের একত্রে পাঠাতে প্রায় ১৫টি বাস ভাড়া করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। বামনগোলা ও হবিবপুর ব্লক ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকেও একই চিত্র সামনে এসেছে। শ্রমিকদের প্রধান গন্তব্য হায়দ্রাবাদ সহ দেশের অন্যান্য শিল্পাঞ্চল। যাতায়াতের খরচ ঠিকাদাররাই বহন করছেন বলে খবর।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, রাজ্যে পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ নেই, আর যা কাজ পাওয়া যায় তাতেও মজুরি কম। ফলে বাধ্য হয়েই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। এক শ্রমিক জানালেন, এখানে কাজ খুব কম। আর মজুরিও তেমন নয়। সংসার চালাতে বাইরে যেতেই হয়। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের দাবি, রাজ্যে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল। প্রতি নির্বাচনের সময় শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা এবং ভোট শেষ হতেই ফের বাইরে পাড়ি দেওয়ার এই চিরচেনা চক্র ঘিরে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

বুড়ি মায়ের আরাধনা

বুনিয়াদপুর: বুনিয়াদপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বড়াইলে সাড়ম্বরে আয়োজিত হলো শতাব্দীপ্রাচীন বুড়ি মায়ের পুজো। সোমবার, ২৭ এপ্রিল সকাল থেকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে। মঙ্গলচণ্ডীগান, মুখানাচ এবং ঢাকের বাদ্যিতে এলাকা মুখর হয়ে ওঠে। কয়েক পুরুষ ধরে চলে আসা এই পুজোয় দূরদূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা শতাধিক মানতের ভোগ নিবেদন করেন। পুজোয় একদিকে যেমন ধর্মীয় আচারের আধিক্য দেখা যায়, অন্যদিকে যাত্রাগান ও গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। সেবাইতদের মতে, ২০০৩ সাল থেকে পাকা মন্দিরে এই পুজো হয়। যা উত্তরবঙ্গের এক অনন্য লোকউৎসবের রূপ নিয়েছে।

অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং গ্রেওয়ালের প্রয়াণ

শোকাতুর হকি দুনিয়া

নয়াদিল্লি: ভারতীয় হকির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নিভে গেল। ২৫ এপ্রিল, শনিবার ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং গ্রেওয়াল। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে হকি ইন্ডিয়া।

খেলোয়াড় জীবনে অত্যন্ত দ্রুতগতির ফরোয়ার্ড হিসেবে পরিচিত ছিলেন গুরবক্স। ১৯৬৮ অলিম্পিকে তিনি এবং তাঁর ভাই বলবীর সিং গ্রেওয়াল একসঙ্গে খেলে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। ভারতের হকি ইতিহাসে সেটিই ছিল প্রথমবার যখন দুই সহোদর একই অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতের লয়ালপুরে জন্মগ্রহণ করা গুরবক্স পরবর্তী জীবনে মুম্বই চলে আসেন এবং ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের হয়ে দাপটের সঙ্গে হকি খেলেন।

খেলোয়াড় জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর কোচ ও প্রশাসক হিসেবেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি মুম্বই হকি অ্যাসোসিয়েশনের সাম্মানিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকি শোকবার্তায় বলেন, "গুরবক্স সিং জির প্রয়াণ ভারতীয় হকি পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। একজন দক্ষ খেলোয়াড় ও নিবেদিতপ্রাণ প্রশাসক হিসেবে তাঁর অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।"

টেবিল টেনিসে ব্রোঞ্জ জয় শিলিগুড়ির দেবরাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি দেরাদুনে আয়োজিত হয়ে গেল ৮৭তম জুনিয়র ও ইয়ুথ ন্যাশনাল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ সেখানে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ডাবলস বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতে শিলিগুড়ির মুখ উজ্জ্বল করেছে দেবরাজ ভট্টাচার্য। প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে হাওড়ার আদিত্য দাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে লড়াই চালায় দেবরাজ। সেমিফাইনালে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে পিএসপিবি অ্যাকাডেমির সাহিল রাওয়াত ও ধৈর্য রাওয়াত জুটির কাছে ২-৩ গেমে পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে হলেও, সেমিফাইনালে ওঠায় সে এখন ব্রোঞ্জ পদকজয়ী। অন্যদিকে, সিঙ্গলস বিভাগেও দেবরাজ ভালো পারফরম্যান্স দেখালেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সেই সাহিল রাওয়াতের কাছেই ১-৩ গেমে হেরে যায়। শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির এই উদীয়মান প্রতিভার শিক্ষাগুরু হলেন প্রশিক্ষক অমিত দাম। ছোট থেকেই তাঁর অধীনে নিজের দক্ষতা বাড়াচ্ছে দেবরাজ, যার ফল মিলল জাতীয় স্তরের এই সাফল্যের মঞ্চে।

জিতল ঘুঘুডাঙ্গা এসসিসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

2026
J.D.S.A.
Jalpaiguri D.S.A.
WOMEN'S FOOTBALL LEAGUE
2026
PLAYER OF THE MATCH

জলপাইগুড়ি: গত ২৯ এপ্রিল বুধবার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ষোড়শীবালা দত্ত ও বিমলেন্দু চন্দ ট্রফি মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় দাপুটে জয় পেল ঘুঘুডাঙ্গা এসসিসিসি। তারা ৫-০ গোলে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা পিয়ালি রায়। দলের বাকি দুই গোল অর্পিতা রায়ের।

অন্য ম্যাচে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে মোহিত স্পোর্টিং অ্যাকাডেমিকে হারায়। গোল করেন ম্যাচের সেরা সুজাতা রাই।

ভ্যানকুভারে চরম সিদ্ধান্ত

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জন্য সুখবর। দীর্ঘ আলোচনার পর দলগুলোর দাবি মেনে নিয়ে বিশ্বকাপের পুরস্কার মূল্য এক লাফে অনেকটা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা। কানাডার ভ্যানকুভারে ফিফা কাউন্সিলের বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হবে।

এবারের বিশ্বকাপ তিনটি দেশে আয়োজিত হচ্ছে এবং প্রতিযোগিতার মেয়াদও বাড়ছে। ফলে দলগুলোর যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক খরচ আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলো এই বাড়তি খরচের কথা মাথায় রেখে পুরস্কার মূল্য বৃদ্ধির জোরালো দাবি জানিয়েছিল। রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক ফিফা কর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, বিশ্বকাপের লভ্যাংশের বড় একটি অংশ এবার দেশগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, মোট পুরস্কার মূল্য ছিল প্রায় ৭২৭ মিলিয়ন ডলার এবং চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলার। তবে ৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবারের বৈঠকের পর এই অঙ্ক আরও বাড়বে বলে আশা। ফিফার লক্ষ্য, অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর ফুটবল পরিকাঠামোর উন্নয়নে আরও বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়া।

অটোগ্রাফ না পেয়ে কান্না খুদের, বিরাটের ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: বিরাট কোহলির অটোগ্রাফ না পেয়ে এক খুদে ভক্তের কান্নায় ভেঙে পড়ার ভিডিও বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। সোমবার, ২৭ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু জয়লাভ করার পর এই ঘটনাটি ঘটে। হোটেল ছাড়ার সময় ওই খুদে ভক্ত বিরাটের অটোগ্রাফ পাওয়ার জন্য দু'বার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে আটকে দেয়। কানে এয়ারপড থাকায় বিরাটও বিষয়টি খেয়াল না করে গটগট করে বেরিয়ে যান। প্রিয় তারকার দেখা না পেয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে হাতের ব্যাটটি মাটিতে আছড়ে ফেলে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে লাল জামা পরা ওই খুদে। নেটিজেনদের অনেকেই এই দৃশ্য দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কেউ বিরাটের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, আবার কেউ আশা করছেন যে ভিডিওটি নজরে এলে বিরাট নিশ্চয়ই তাঁর এই একনিষ্ঠ ভক্তকে কোনো সারপ্রাইজ দেবেন।

ওই ম্যাচেই বিরাট কোহলি এক ঐতিহাসিক নজির গড়েন। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে অপরাজিত ২৩ রান করার সঙ্গে সঙ্গেই আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৯০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। বর্তমানে ২৭৫টি ম্যাচে তাঁর মোট রান ৯০১২। বিরাট ভক্তরা তাঁর এই রেকর্ডে বেশ উচ্ছ্বসিত।

জাতীয় টেবিল টেনিসে পদকজয়ীদের বিশেষ সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জাতীয় টেবিল টেনিসে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছেন শিলিগুড়ির পাঁচ প্যাডলার। এই কৃতি খেলোয়াড়দের সাফল্যকে সম্মান জানাতে মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল শিলিগুড়ির 'প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটি' এবং 'দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম'-এর উদ্যোগে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় শুভেচ্ছা রায় মহিলাদের টিম ইভেন্ট ও মিক্সড ডাবলসে সোনা এবং সিঙ্গলস ও ডাবলসে রুপো জিতেছেন। প্রিয়ম চক্রবর্তী পুরুষদের টিম ইভেন্ট ও ডাবলসে সোনা এবং মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। অভিষেক বর্মন পুরুষদের টিম ইভেন্টে সোনা ও ডাবলসে ব্রোঞ্জ এবং অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের বিভাগে প্রয়াস সাহা জোড়া সোনা জয় করেছেন। এছাড়া অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের বিভাগে একটি করে সোনা ও রুপো পেয়েছেন শ্রুতি দাস।

মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে পদকজয়ীদের হাতে অজিতকুমার সরকার স্মারক ট্রফি, টি-শার্ট ও ফুল তুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে দুস্থ প্যাডলার স্মরণ দাসকেও বিশেষ উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়োজক সংস্থার সভাপতি অমিত সরকার জানান, এই বিশেষ খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ১ মে মেয়র একটি বৈঠক ডেকেছেন। সংবর্ধনা পেয়ে খুশি খেলোয়াড় ও তাঁদের পরিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। প্রয়াস ও শুভেচ্ছা তাঁদের অভিভাবকদের মাধ্যমে জানান যে, ভারতী ঘোষের অবর্তমানে অমিত সরকার যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়

ভারতীয় ক্রিকেটে 'প্রজেক্ট স্পেশাল ২৫'

লাল বলের উন্নতিতে বিসিআসিআই-এর নতুন মিশন

বিশেষ প্রতিবেদন

বেঙ্গালুরু: টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক বিপর্যয় কাটাতে এবং দীর্ঘ ফরম্যাটের ভিত মজবুত করতে অভিনব উদ্যোগ নিল বিসিসিআই। নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ঘরের মাঠে ০-৫ ব্যবধানে হারের পর আগামী প্রজন্মকে লাল বলের ক্রিকেটে দক্ষ করে তুলতে বেঙ্গালুরুর 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে' (COE) শুরু হয়েছে বিশেষ প্রজেক্ট 'স্পেশাল ২৫'। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের সরাসরি তত্ত্বাবধানে চলা এই মিশনের মূল লক্ষ্য হলো একটি শক্তিশালী 'ইমার্জিং ইন্ডিয়া স্কোয়াড' তৈরি করা। এই প্রকল্পের প্রথম ধাপে রঞ্জি ট্রফি ও সিকে নাইডু টুর্নামেন্টে সফল অনূর্ধ্ব-২৫ ক্রিকেটারদের নিয়ে একটি বিশেষ 'পুল' তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সমীর রিজভি, বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রের মতো প্রতিভাবানরা স্থান পেয়েছেন। আইপিএল শেষে নির্বাচিত আরও কিছু ক্রিকেটার এই প্রক্রিয়ায় যোগ দেবেন।

বর্তমানে দ্বিতীয় ধাপের কাজ হিসেবে চলছে একটি হাই পারফরম্যান্স ক্যাম্প, যেখানে কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন ওয়াসিম জাফর, সৌরাশিস লাহিড়ী, লক্ষ্মীপতি বালাজি এবং বিনয় কুমাররা। তরুণ ক্রিকেটারদের লাল বলের ধকল সইয়ে নিতে প্রতিদিন অন্তত পাঁচ ঘণ্টা মাঠে রাখা হচ্ছে এবং সপ্তাহে দুটি করে ৯০ ওভারের ম্যাচ খেলিয়ে তাঁদের কঠিন 'ম্যাচ সিচুয়েশন'-এর সঙ্গে ধাতস্থ করা হচ্ছে। প্রকল্পের চূড়ান্ত ধাপে আগামী জুলাই মাসে মোট ষাটজন ক্রিকেটারকে নিয়ে একটি চার দলীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।

জাতীয় নির্বাচকদের উপস্থিতিতে হওয়া সেই টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্স যাচাই করে সেরা ২৫ জনকে বেছে নেওয়া হবে। এই নির্বাচিত 'স্পেশাল ২৫' ক্রিকেটারই মূলত জাতীয় দলের 'রাডারে' থাকবেন এবং সারা বছর দেশে-বিদেশে লাল বলের সিরিজ খেলে ভারতীয় টেস্ট দলের পাইপলাইনকে শক্তিশালী করে তুলবেন।

দেশের প্রথম রূপান্তরিত আম্পায়ার রিতিকা

বিশেষ প্রতিবেদন

কোয়েম্বাটুরের এক মাঠে ঢুকতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে। সেদিনের অপমানই পরে হয়ে ওঠে তাঁর লড়াইয়ের শক্তি। আজ তিনি দেশের প্রথম রূপান্তরিত ক্রিকেট আম্পায়ার, রিতিকা শ্রী।

এক বছর আগে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন রিতিকা। গত সেপ্টেম্বরের সেই ঘটনাই ছিল রূপান্তরের পর তাঁর প্রথম ম্যাচে দায়িত্ব নিতে যাওয়ার দিন। তিনি জানান, প্রথমে তাঁকে মাঠে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। পরে একাধিক জায়গায় যোগাযোগ করার পর অবশেষে অনুমতি মেলে। মাঠে প্রবেশ করতে পেরে অঝোরে কেঁদেছিলেন তিনি। রিতিকার কথায়, আজও সমাজে রূপান্তরিতদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। অথচ তাঁদেরও অধিকার আছে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচবার।

রিতিকার পূর্বনাম ছিল মুথুরাজ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ছাত্র ছিলেন। মাঝপথে পড়া ছেড়ে কর্মজীবনে যোগ দেন। আগে মোহালিতে কল সেন্টারে কাজ করতেন। ২০১৯ সালে মোহালিতে একটি আইপিএল ম্যাচ দেখতে গিয়েই আম্পায়ার হওয়ার স্বপ্ন জাগে তাঁর। এরপর লকডাউনে চাকরি হারানোর পর তামিলনাড়ুর সালেমে গিয়ে পেশাগতভাবে আম্পায়ারিং শুরু করেন। সালেম ও নামাক্কাল এলাকায় প্রায় ৩০০টি স্থানীয় ম্যাচ পরিচালনা করেছেন তিনি। তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থা এবং সিনিয়র দুই আম্পায়ার আর পার্থসারথি ও শান্তিভূষণ তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এরপর ২০২৪ সালে রূপান্তরিত হয়ে মুথুরাজ থেকে হন রিতিকা।

এতকাল ক্রিকেট মাঠে শুধু পুরুষ বা মহিলা আম্পায়ার থাকত। তৃতীয় লিঙ্গের কোনও স্থান ছিল না। এবার সেই প্রথাই ভাঙলেন রিতিকা। নিজের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের জেরে এগিয়ে চললেন নিজের স্বপ্নপূরণের পথে।

তবে এতকিছু সহজ ছিল না মোটেও। প্রথম ম্যাচের আগেই পা ভেঙে যাওয়ার মতো বাধাও এসেছে। তবুও থেমে থাকেননি। প্রদর্শনী ম্যাচে আম্পায়ারিং করে ধীরে ধীরে খেলোয়াড় ও সহকর্মীদের আস্থা অর্জন করেন। যে মাঠ থেকে একসময় তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এখন আর ম্যাচ হয় না। তবে বর্তমানে তিনি যেসব ম্যাচ পরিচালনা করেন, সেখানে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়। রিতিকার বিশ্বাস, তাঁর কাজই তাঁকে সম্মান এনে দিয়েছে। কাজই এখন তাঁর পরিচয়।

শাওমি নিয়ে এলো মিনি এলইডি টিভি সিরিজ

কলকাতা: শাওমি ইন্ডিয়া ভারতে তাদের সবথেকে উন্নত টেলিভিশন লাইনআপ শাওমি টিভি এস মিনি এলইডি সিরিজ লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি ভারতে শাওমির প্রথম মিনি এলইডি টিভি, যা উন্নত প্রযুক্তি ও বড় স্ক্রিনের মাধ্যমে ঘরোয়া বিনোদনে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

এই সিরিজের মূল আকর্ষণ হলো কিউডি মিনি-এলইডি প্রযুক্তি। এটি কোয়ান্টাম ডট কালার এবং নিখুঁত ব্যাকলাইটিংয়ের সমন্বয়ে তৈরি। ১২০০ নিটস পিক ব্রাইটনেস এবং উন্নত কন্ট্রোলের কারণে এতে পাওয়া যাবে গভীর কালো রং এবং উজ্জ্বল হাইলাইটস। এছাড়া এতে রয়েছে ৪কে আল্ট্রা এইচডি রেজোলিউশন, ডলবি ভিশন, HDR10+ এবং ফিল্মমেকার মোড।

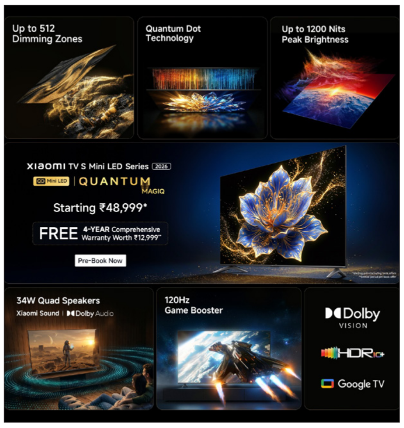
Up to 512 Dimming Zones
Quantum Dot Technology
Up to 1200 Nits Peak Brightness
Xiaomi TV S Mini LED Series 2026
QD Mini LED | QUANTUM MAGIQ
Starting ₹48,999*
FREE 4-YEAR Comprehensive Warranty Worth ₹12,999**
Pre-Book Now
34W Quad Speakers
Xiaomi Sound | Dolby Audio
120Hz Game Booster
Dolby Vision
HDR10+
Google TV

গতিশীল দৃশ্য বা গেমিংয়ের জন্য এতে ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট, MEMC এবং অটো লো ল্যাটেন্সি মোড যুক্ত করা হয়েছে। শব্দের জন্য রয়েছে ৩৪ ওয়াট কোয়াড-স্পিকার সিস্টেম, যা ডলবি অডিও এবং DTS:X প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ।

শাওমি টিভি এস মিনি এলইডি সিরিজটি ৫৫, ৬৫ এবং ৭৫ ইঞ্চি মডেলে পাওয়া যাবে। ৫৫ ইঞ্চির বিক্রয় মূল্য ৫১৯৯৯ টাকা, ব্যাঙ্ক অফার ৩০০০ টাকা এবং কার্যকর মূল্য ৪৮,৯৯৯ টাকা। ৬৫ ইঞ্চির বিক্রয় মূল্য ৭১৯৯৯ টাকা, ব্যাঙ্ক অফার ৫০০০ টাকা এবং ৬৬৯৯৯ টাকা হলো এর কার্যকর মূল্য। ৭৫ ইঞ্চির বিক্রয় মূল্য ৯৯৯৯৯ টাকা, ব্যাঙ্ক অফার ৫০০০ টাকা, আর কার্যকর মূল্য হবে ৮৯৯৯৯ টাকা। গ্রাহকরা ব্যাঙ্ক অফারের পাশাপাশি অতিরিক্ত ১ বছরের ওয়ারেন্টি (মোট ৩ বছর) পাবেন।

২২ এপ্রিল থেকে শুরু হবে এই বিক্রি। এছাড়া ১২ মাস পর্যন্ত নো-কস্ট ইএমআই সুবিধাও থাকছে। শাওমি ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার অনুজ শর্মা জানান, "বড় স্ক্রিনে গুণগত মান বজায় রাখতেই আমরা এই মিনি এলইডি প্রযুক্তি নিয়ে এসেছি, যা দর্শকদের এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা দেবে।"

ব্রিটানিয়া ৫০৫০-এর প্রিমিয়াম স্ন্যাকস লঞ্চ

50 50
BRITANNIA 50 50 Cheeze DIPPED
50% Crunchy.
50% Melty.
100% Tasty.
BRITANNIA 50 50 Caramel DIPPED

শিলিগুড়ি/কলকাতা: ভারতের জনপ্রিয় স্ন্যাকস ব্র্যান্ড ব্রিটানিয়া ৫০৫০ বাজারে নিয়ে এলো এক নতুন চমক। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মানুষের মন জয় করার পর, এবার তারা লঞ্চ করল 'চিজ ডিপড' এবং 'ক্যারামেল ডিপড' ক্রাঞ্চি লেয়ার্ড স্যান্ডউইচ। এই নতুন স্ন্যাকসটিতে রয়েছে ২২টি বেকড লেয়ার বা স্তর, যা প্রতিটি কামড়ে দেয় মুচমুচে অনুভূতি। একই সঙ্গে ওপরের চিজ বা ক্যারামেলের আবরণ মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। মুচমুচে আর নরমের এই অপূর্ব মেলবন্ধন স্ন্যাকস প্রেমীদের এক নতুন অভিজ্ঞতা দেবে।

ব্রিটানিয়ার মার্কেটিং ভাইস-প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ গুপ্ত বলেন, "আমরা ৫০৫০-এর চিরচেনা ডুয়েল স্বাদকে এবার টেক্সচারের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। মুচমুচে এবং নরম, এই দুইয়ের স্বাদ এখন মিলবে আরও প্রিমিয়াম ফরম্যাটে।"

এই লঞ্চের বিশেষ আকর্ষণ হলো ভারতীয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্ত এবং জেমিমা রড্রিগেজকে নিয়ে তৈরি একটি মজার ভিডিও। সেখানে তারা "ক্রাঞ্চ বনাম মেল্ট" নিয়ে তর্কে মাতেন। শেষ পর্যন্ত ৫০৫০-এর এই স্যান্ডউইচে দুটিরই সমাধান মেলে। এছাড়া বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছে জনপ্রিয় "না রে না না" জিঙ্গেলের এক নতুন সংস্করণ।

ব্রিটানিয়া ৫০৫০-এর এই নতুন 'চিজ' এবং 'ক্যারামেল' স্যান্ডউইচগুলো এখন দেশের প্রধান শহরের খুচরো দোকান এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনিও আজই ট্রাই করুন নতুন এই স্বাদের ডাবল ধামাকা!

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রদর্শনীর আয়োজন ভারতীয় দূতাবাসের

THE HUMAN COST OF TERRORISM

কলকাতা: পহেলগাঁও হামলার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে ও পাকিস্তান-পৃষ্ঠপোষিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিধ্বংসী প্রভাব নিয়ে আলোচনায় ভারতীয় দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ২২ এপ্রিল, ২০২৫ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে হওয়া জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারানো ২৬ জন শিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং পাকিস্তান-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা তুলে ধরা। মার্কিন কংগ্রেসের প্রায় ১৯ জন সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ভারত-মার্কিন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সহযোগিতা জোরদার করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

এই ডিজিটাল প্রদর্শনীতে ১৯৯৩ সালের মুম্বই বোমা বিস্ফোরণ এবং ২০০৮ সালের মুম্বই হামলাসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান সন্ত্রাসী হামলাগুলো প্রদর্শন করা হয়। এই ঘটনার জন্য দায়ী লস্কর-ই-তৈবা-সহ পাকিস্তান-ভিত্তিক একাধিক ব্যক্তি ও জঙ্গি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২৩ এপ্রিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'X'-এ অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, "পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার শোকাবহ বার্ষিকী পালন এবং নিরীহ শিকারদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজ ক্যাপিটল হিলে 'সন্ত্রাসবাদের মানবিক মূল্য' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।" রাষ্ট্রদূত কোয়াত্রা সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা জানান এবং মনে করিয়ে দেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে ভারতের অটল সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। এই উপলক্ষে মার্কিন কংগ্রেস সদস্য ব্রাড শেরম্যান লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের মতো গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বচ্ছ জ্বালানি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে সরকার

মালদা: ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক রান্নার স্বচ্ছ জ্বালানি ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের সুরক্ষা দেওয়া, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ব্যবস্থার সততা নিশ্চিত করা। রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি বা অবৈধ মজুত রোধে দেশজুড়ে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। এর ফলে দেশের প্রতিটি প্রান্তে কোনও বাধা ছাড়াই নিয়মিত রান্নার গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, যা পরিষেবার মান বাড়িয়ে গ্রাহকদের আস্থা ফিরে পেতে সাহায্য করছে। পাশাপাশি পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এর লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদী এবং নির্ভরযোগ্য স্বচ্ছ জ্বালানির ব্যবস্থা করা। গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ায় এবং পরিষেবায় স্বচ্ছতা আসায় সাধারণ মানুষের চিন্তাও বদলাচ্ছে। আগে গ্যাস পাওয়া নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, এখন তার বদলে সরবরাহ ও পরিষেবার ওপর মানুষের ভরসা বাড়ছে। সরকারের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে তারা গ্রাহকদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে একটি আধুনিক এবং শক্তিশালী জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হান্সগ্রোহ লাক্সারির ১২৫ বছরের উদযাপন

125
YEAR
ANNIVERSARY
AXOR · hansgrohe

কলকাতা: জার্মানির বাডেন-ওয়ার্টেমবার্গের শিল্টাখে হান্সগ্রোহ গ্রুপের সদর দপ্তর অবস্থিত। ২০২৬ সালে তাদের ১২৫তম বার্ষিকী উদযাপন চলছে। কোম্পানি তাদের হান্সগ্রোহ এবং অ্যাক্সর ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাথ এবং কিচেন ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৪৫টিরও বেশি দেশে উপস্থিত এই সংস্থাটি শাওয়ার এবং ফসেট প্রযুক্তিতে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে উদ্ভাবন এবং টেকসই জল সমাধান দিয়ে আসছে। এই বার্ষিকীটি "সেটিং দ্য বিট অফ ওয়াটার সিন্স ১৯০১" থিমের অধীনে উদযাপন করা হচ্ছে।

১৯০১ সালে জার্মানির শিল্টাখে হান্স গ্রোহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানিটি একটি ছোট ধাতব কাজের কর্মশালা হিসেবে স্যানিটারি যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল। কয়েক দশক ধরে এটি প্রিমিয়াম বাথরুম এবং কিচেন পণ্যের একটি বিশ্বব্যাপী প্রস্তুতকারক হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ইনস্টলেশন আজ ১৪৫টিরও বেশি দেশের বাড়ি, হোটেল এবং স্থাপত্য প্রকল্পে ছড়িয়ে রয়েছে।

২০১৮ সাল থেকে হান্সগ্রোহ গ্রুপের সিইও হান্স ইয়ুর্গেন কলম্বাচের বক্তব্য, "হান্সগ্রোহ'র ১২৫ বছরের সাফল্য কেবল সংখ্যা বা পুরস্কারে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি কর্মীদের নিষ্ঠা ও অসামান্য কর্পোরেট সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। যদিও গ্রোহ পরিবার এখন সরাসরি কার্যক্রমে যুক্ত নেই, তবুও তাদের তৈরি করা ভবিষ্যৎমুখী উদ্যোক্তা মনোভাব এবং কর্মীদের মূল্যায়ন করার সংস্কৃতিই আমাদের এগিয়ে চলার মূল শক্তি।"

১৯২৮ সালে হ্যান্ড শাওয়ার এবং ১৯৫৩ সালে উচ্চতা-নিয়ন্ত্রণযোগ্য ওয়াল বার লঞ্চের মাধ্যমে কোম্পানিটি আধুনিক বাথরুমের নকশায় বিপ্লব আনে। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে ক্লাউস গ্রোহ দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক প্রসার ঘটে এবং ১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরু করে তাদের লাক্সারি ব্র্যান্ড 'অ্যাক্সর'। বর্তমানে হান্সগ্রোহ গ্রুপ বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫,৬৭৩ জন কর্মী নিযুক্ত করেছে এবং ২০২৫ সালে ১.৩৭৫ বিলিয়ন ইউরো সেলিং রিপোর্ট করেছে। কোম্পানিটি বিশ্বব্যাপী আটটি উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে এবং গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে, যার অধীনে বর্তমানে ২৩,০০০-এরও বেশি সক্রিয় ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট রয়েছে।

ইয়েজদি ও বিএসএ-র নিয়ে এলো নতুন স্ক্র্যাম্বলার মোটরসাইকেল

কলকাতা: ক্লাসিক লেজেন্ডস তাদের দুই আইকনিক ব্র্যান্ড ইয়েজদি এবং বিএসএ-কে সঙ্গে নিয়ে ভারতের বাজারে দুটি নতুন স্ক্র্যাম্বলার মোটরসাইকেল লঞ্চ করেছে। শহরের রাস্তা, হাইওয়ে এবং অফ-রোড—সব জায়গাতেই সমান পারদর্শী ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার ৩৫০ এবং বিএসএ স্ক্র্যাম্বলার ৬৫০। তরুণ প্রজন্মের রাইডারদের কথা মাথায় রেখে তৈরি ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার ৩৫০ বাইকটি নিয়ে আসা হয়েছে।

এটি ভারতের সবচেয়ে হালকা ৩৫০ সিসি স্ক্র্যাম্বলার। এতে রয়েছে লিকুইড-কুলড 'কাতার' ইঞ্জিন, যা দ্রুত গতি এবং দুর্দান্ত টর্ক প্রদান করে। এর ইন্ট্রোডাক্টরি এক্স-শোরুম দাম শুরু হচ্ছে ১,৯৯,৯৫০ টাকা থেকে।

বিএসএ স্ক্র্যাম্বলার ৬৫০ হলো ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৈরি। ঐতিহ্যবাহী এই বাইকটিতে রয়েছে ভারতের একমাত্র ৬৫০ সিসি সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ইঞ্জিন। এটি গোল্ড স্টার কাতালিনা ও ফায়ারবার্ডের মতো আইকনিক মডেলের ডিজাইন থেকে অনুপ্রাণিত। এর প্রিমিয়াম ফিনিশ এবং আধুনিক প্রযুক্তি একে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। এর ইন্ট্রোডাক্টরি দাম শুরু হচ্ছে ৩,২৪,৯৫০ টাকা থেকে। ক্লাসিক লেজেন্ডস-এর কো-ফাউন্ডার অনুপম থারেজা বলেন, "আমার বিশ্বাস স্ক্র্যাম্বলার ভারতের রাইডিং কালচারকে বদলে দেবে। এগুলো মোটরসাইকেলের দুনিয়ায় অনেকটা এসইউভি-র মতো। এটি একই সঙ্গে টাফ ও স্টাইলিশ লুক দেয়।" কো-ফাউন্ডার বোমান ইরানি বলেন, "ইয়েজদি মানেই হলো স্টাইল এবং

yezdi
yezdi | BSA
SCRAMBLER

বাঁধনহীন রাইডিং। ইয়েজদি ৩৫০ এবং বিএসএ ৬৫০-এর মাধ্যমে আমরা ভারতের স্ক্র্যাম্বলার সেগমেন্টে নতুন মানদণ্ড তৈরি করলাম।"

১৯৪০-এর দশকের বিএসএ এবং পরবর্তী যুগের ইয়েজদি-র ঐতিহ্যকে বহন করে এই নতুন মোটরসাইকেল দুটি ভারতের প্রিমিয়াম বাইকিং বাজারকে আরও শক্তিশালী করবে।

গ্যাস বুকিং নিয়ে আতঙ্ক নয়: মন্ত্রক

শিলিগুড়ি: পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমানে প্রায় ৯৫ শতাংশ গ্রাহক ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে গ্যাস বুকিং করছেন। আইভিআরএস, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ এবং মোবাইল অ্যাপের মতো অনলাইন ব্যবস্থা ব্যবহার করার ফলে সুবিধা অনেক বেড়েছে। গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের অফিসে ভিড় না করে এই ডিজিটাল মাধ্যমগুলো ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে পরিষেবা আরও দ্রুত ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত থাকে।

তারা দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, সারা দেশে রান্নার গ্যাসের জোগান একদম স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত রয়েছে। তাই গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত গ্যাস বুক না করে এবং দায়িত্বশীলভাবে গ্যাস ব্যবহার করে।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, গ্যাস বণ্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রতিটি বাড়িতে যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস পৌঁছে যায়, তার জন্য নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

আসুস আনতে চলেছে এক্সপার্টবুক আলট্রা ও পি সিরিজ

ASUS BUSINESS
ASUS ExpertBo
ilt for Brillia

কলকাতা: আসুস তাদের প্রিমিয়াম বিজনেস ল্যাপটপ সেগমেন্টে নিয়ে এলো এক্সপার্টবুক আলট্রা, যা একটি শিল্প-নেতৃস্থানীয় কোপাইলট+ পিসি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট। এর পাশাপাশি, কোম্পানি তাদের ভার্সেটাইল এক্সপার্টবুক পি সিরিজ (পিথ্রি এবং পিফাইভ মডেল) সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেছে। এটি ভারতজুড়ে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে "দুশ্চিন্তামুক্ত বিজনেজ" বা ওরি ফ্রি বিজনেজ-এর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এক্সপার্টবুক আলট্রা হলো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক অনন্য নিদর্শন, যা AZ31B ম্যাগনেসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি। মাত্র ০.৯৯ কেজি ওজনের এই ল্যাপটপে রয়েছে ৯এইচ হার্ডনেস রেটিংযুক্ত ন্যানো সেরামিক সারফেস। এটি লেটেস্ট ইন্টেল® কোর™ আলট্রা সিরিজ ৩ প্রসেসর দ্বারা চালিত, যা ডেডিকেটেড এনপিইউ এবং একটি শক্তিশালী জিপিইউ-এর মাধ্যমে উন্নত এআই কম্পিউটিং অভিজ্ঞতা দেবে।

এতে আছে ১৪ ইঞ্চির ৩কে (3K) ট্যান্ডেম ওলেড ডিসপ্লে, যার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ এবং উজ্জ্বলতা ১৪০০ নিটস পর্যন্ত। ল্যাপটপটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ৭০ ওয়াট-আওয়ারের ব্যাটারি, যা ২৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। এতে রয়েছে ৫০ ওয়াট সিপিইউ টিডিপি, দ্রুতগতির জেন ৫ এসএসডি (যার গতি ১৪,০৯০ এমবি/সেকেন্ড) এবং ৯৬০০ এমটি/সেকেন্ড গতির আধুনিক ডিডিআর৫ মেমোরি। হার্ডওয়্যার সুরক্ষার জন্য এতে ব্যবহার করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন 'NIST SP 800-193' কমপ্লায়েন্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

ব্যবসায়িক প্রসারের কথা মাথায় রেখে তৈরি পি সিরিজে রয়েছে ১৪ এবং ১৬ ইঞ্চি কনফিগারেশন, যেখানে ৬৪ জিবি পর্যন্ত DDR5 RAM এবং ডুয়াল এসএসডি ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এই ল্যাপটপগুলো MIL-STD 810H মিলিটারি-গ্রেড মানদণ্ড মেনে তৈরি করা হয়েছে।

আসুস-এর গ্লোবাল কো-সিইও স্যামসন হু বলেন, "এক্সপার্টবুক আলট্রার মাধ্যমে আমরা শিল্পে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছি। ফ্লিপকার্টের সাথে আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে যে প্রতিটি ভারতীয় এন্টারপ্রাইজ যেন এআই যুগে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।"

স্প্রাইটের নতুন লেমন মিন্ট ফ্লেভার

NEW
Sprite
Sprite
MINT LAGA
THAND RAKH!

কলকাতা: ভারতে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে শরীর ও মনকে সতেজ রাখতে পুদিনা বা 'মিন্ট'-এর ব্যবহার চিরকাল থেকেই হয়ে আসছে। লেবুর শরবত হোক বা কোল্ড ড্রিঙ্কস, মিন্টের ছোঁয়া আমাদের নিমেষেই সতেজ করে তোলে। এবার সেই পরিচিত স্বাদকেই এক নতুন রূপে নিয়ে এল বিশ্বের জনপ্রিয় পানীয় ব্র্যান্ড স্প্রাইট। ভারতে এই প্রথম তাদের নতুন ফ্লেভার হিসেবে লঞ্চ হলো 'স্প্রাইট লেমন মিন্ট'।

স্প্রাইটের আইকনিক লেবুর স্বাদের সঙ্গে বোল্ড মিন্টের সংমিশ্রণ এক অনন্য শীতল অনুভূতি দেবে। এই লঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এক বিশেষ ক্যাম্পেইন ফিল্ম, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ঠাণ্ড রাখ'। এই ক্যাম্পেইনে জনপ্রিয় অভিনেতা সুনীল গ্রোভার-কে দেখা যাবে, যিনি দৈনন্দিন চাপের মুহূর্তে শান্ত ও শীতল থাকার বার্তা দেবেন।

কোকাকোলা ইন্ডিয়া এবং সাউথ-ওয়েস্ট এশিয়ার স্পার্কলিং ফ্লেভার ক্যাটাগরি হেড সুমেলি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের গ্রাহকরা আগে থেকেই স্প্রাইটের সঙ্গে পুদিনা পাতা মিশিয়ে ঘরোয়াভাবে নতুনত্ব খুঁজতেন। আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই এই লিমিটেড-এডিশন ফ্লেভারটি নিয়ে এসেছি। এটি ভারতে গরমকালের জন্য একদম সঠিক পছন্দ।" সুনীল গ্রোভার তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "আমরা ছোটবেলা থেকেই গরমকালে যেকোনও পানীয়র সঙ্গে পুদিনা যোগ করতে অভ্যস্ত। স্প্রাইট লেমন মিন্ট সেই পরিচিত স্বাদকে কোনও পরিশ্রম ছাড়াই হাতে তুলে দিচ্ছে।" এই নতুন ফ্লেভারটি প্রচার চলবে রিটেইল স্টোর এবং সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে।

এলপিজি সরবরাহ ঠিক রাখতে দেশজুড়ে সরকারি অভিযান

শিলিগুড়ি: এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি রুখতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দিতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এলপিজি মজুদ ও অবৈধ পাচার বন্ধে দেশজুড়ে ব্যাপক নজরদারি চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া এবং বিতরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

১১ এপ্রিল এক দিনেই দেশজুড়ে ২,৭০০-এর বেশি পরিদর্শন ও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল গার্হস্থ্য এলপিজি-র অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করা। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে নজরদারি আরও জোরদার করেছে। নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে এ পর্যন্ত ২১৯টি ডিস্ট্রিবিউটরশিপের ওপর জরিমানা করা হয়েছে এবং ৫৬টি ডিস্ট্রিবিউটরশিপের কাজ সাময়িকভাবে রদ করা হয়েছে।

কড়াকড়ির পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখতে ঐ একই দিনে সারা দেশে ৫২.৩ লক্ষেরও বেশি সিলিন্ডার গ্রাহকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, সরকার এলপিজি-র সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। গত আট দিনে প্রায় ৩,৩০০টি সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও স্বল্প আয়ের মানুষের সুবিধার্থে ৫ কেজি ওজনের 'ফ্রি ট্রেড এলপিজি' সিলিন্ডারের প্রচার চালানো হচ্ছে। এই প্রচারের ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ৩৫,৮০০-এরও বেশি ছোট সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। সরকারের এই 'জিরো টলারেন্স' নীতি প্রমাণ করে যে, অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানি সম্পদের সুষম বণ্টন এবং গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রশাসন অত্যন্ত সজাগ হয়ে রয়েছে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় ভরসা কুইক কমার্স ইন্সটামার্ট

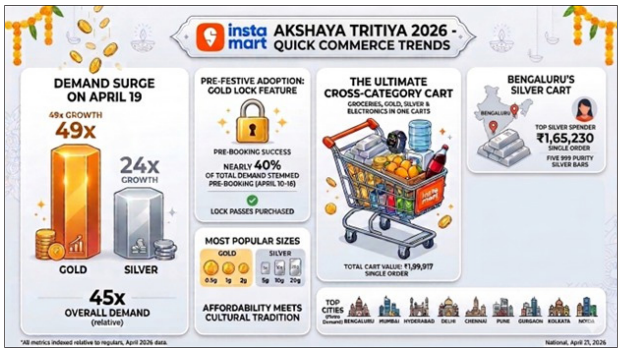

কলকাতা: রুপোর গয়না থেকে সোনার কয়েন, এই অক্ষয় তৃতীয়ায় ভারতবাসী কেনাকাটার জন্য 'কুইক কমার্স' অ্যাপের ওপর ব্যাপক ভরসা রেখেছে। গত ১৯ এপ্রিল ইন্সটামার্টের সামগ্রিক চাহিদা ৪৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে সোনার চাহিদা বেড়েছে ৪৯ গুণ এবং রুপোর চাহিদা বেড়েছে ২৪ গুণ। প্ল্যাটফর্মে ১ গ্রাম, ২ গ্রাম এবং ০.৫ গ্রামের সোনার কয়েন সবথেকে বেশি বিক্রি হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে অক্ষয় তৃতীয়া এখন সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেও চলে এসেছে।

রুপোর ক্ষেত্রে মানুষ একবারে বেশি পরিমাণ কেনার দিকেই ঝুঁকেছে। বেঙ্গালুরুর এক গ্রাহক একবারে ১.৬৪ লক্ষ টাকার রুপোর বার অর্ডার করেছেন। উপহার দেওয়া বা বিনিয়োগের জন্য ১০ গ্রাম, ৫ গ্রাম এবং ২০ গ্রামের রুপোর বার সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল। এই অক্ষয় তৃতীয়ায় ইন্সটামার্ট একটি বিশেষ 'প্রাইস লক' ফিচার নিয়ে এসেছিল। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা ১০ থেকে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে কম দামে সোনা বুক করে রাখতে পেরেছিলেন এবং ১৯ এপ্রিল সেই কম দামেই তা ডেলিভারি নিয়েছেন। মোট অর্ডারের প্রায় ৪০ শতাংশই এসেছে এই প্রি-বুকিং থেকে।

এই সপ্তাহের সবথেকে বড় অর্ডারটি ছিল বেশ চমকপ্রদ। বেঙ্গালুরুর এক গ্রাহক মোট ১,৯৯,৯১৭ টাকার অর্ডার করেন। তার মধ্যে ১.৬৫ লক্ষ টাকার রুপোর বার এবং ৩১,৮০০ টাকার সোনার কয়েন তো ছিলই, তার সাথে ছিল কোল্ড ড্রিঙ্কস, বরফ, আলফনসো আম, এমনকি একটি ওয়াটার ডিসপেনসার ও স্মার্টওয়াচ। অক্ষয় তৃতীয়া এখন শুধু সোনা কেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, মানুষ উৎসবের সবটুকু আনন্দ একবারে বাড়িতে আনিয়ে নিচ্ছেন। কেনাকাটায় শীর্ষে ছিল বেঙ্গালুরু, মুম্বই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই, পুনে, গুরগাঁও, কলকাতা এবং নয়ডা।

লিঙ্কডইন প্রকাশ করল গ্র্যাডস গাইড ২০২৬

ভারতের এন্ট্রি-লেভেল চাকরিতে এআই ব্যবহার ও উদীয়মান শহরের চাহিদা

কলকাতা: বিশ্বের বৃহত্তম পেশাদার নেটওয়ার্ক লিঙ্কডইন আজ তার 'গ্র্যাডস গাইড ২০২৬' প্রকাশ করেছে। এতে ভারতের পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন এমন নতুন স্নাতকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই প্রতিবেদনে এআই স্পেশালিস্ট, জেনারেটিভ এআই ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের মতো প্রযুক্তি-নির্ভর পদগুলোর চাহিদায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রযুক্তি খাত শক্তিশালী থাকলেও, ব্যবসা এবং মানব-কেন্দ্রিক ক্ষেত্রগুলোয় সুযোগ বাড়ছে। ইউটিলিটি খাত একটি অন্যতম শিল্প হিসেবে বাজারে আসছে, এরপরেই রয়েছে শিক্ষা, সরকারি প্রশাসন এবং শক্তি প্রযুক্তি। এন্ট্রি-লেভেল প্রতিভাদের জন্য উচ্চ-বৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে মানব সম্পদ, পরামর্শ, বিপণন এবং প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট।

লিঙ্কডইনের ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ এবং ভারতের সিনিয়র ম্যানেজিং এডিটর নিরজিতা ব্যানার্জী বলেন, "তরুণ পেশাজীবীদের গতানুগতিক পথের বাইরে খোলা মনে হাঁটতে শিখতে হবে।" এই পরিবর্তনশীল বাজারে, বিভিন্ন শিল্পে বহুমুখী দক্ষতা অর্জন করা সঠিক চাকরি খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি।

২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১-১০ জন কর্মী আছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে এন্ট্রি-লেভেল কর্মী নিয়োগ ১৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজয়ওয়াড়া, ভোপাল, জয়পুর এবং ইন্দোরের মতো উদীয়মান কেন্দ্রগুলি এখন ভারতের নিয়োগ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আইন, প্রকৌশল এবং প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টে ইন্টার্নশিপের সুযোগ বাড়ছে।

লিঙ্কডইন স্নাতকদের গণহারে আবেদন করার পরিবর্তে "দক্ষতা মেলানোর" উপর মনোযোগ দিতে বলছে। "অদৃশ্য" সুযোগ খুঁজে বের করতে এআই ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছে এবং দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য অথেনটিক প্রকল্পে কাজের প্রমাণ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। আবেদন প্রক্রিয়ার গতি বজায় রাখতে লিঙ্কডইনের জব ট্র্যাকার ব্যবহার করে নিজেকে আপডেট রাখার পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।

৫ কেজি সিলিন্ডারের সরবরাহ বাড়লো

আলিপুরদুয়ার: পরিযায়ী শ্রমিক, দিনমজুর এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য রান্নার গ্যাসের জোগান আরও নিশ্চিত করতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক ৫ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রকের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই সিলিন্ডারের দৈনিক বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে।

আগে ছোট সিলিন্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণপত্র নিয়ে যে জটিলতা ছিল, তা দূর করা হয়েছে। এখন থেকে উপভোক্তারা আধার কার্ড বা প্যান কার্ডের মতো পরিচয়পত্র ব্যবহার করেই এই পরিষেবা নিতে পারবেন। এই পদক্ষেপের ফলে বিশেষ করে যারা কাজের সূত্রে অন্য শহরে থাকেন, তাদের রান্নার গ্যাসের সংযোগ পাওয়া অনেক সহজ হবে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ এপ্রিল এক দিনেই ১.১ লক্ষেরও বেশি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে, যা রেকর্ড গড়েছে। এছাড়া, সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করতে দেশজুড়ে ১,৬০০টিরও বেশি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্য সরকার এই বণ্টন প্রক্রিয়া তদারকি করছে যাতে সবার কাছে সমানভাবে এই সুবিধা পৌঁছায়।

মন্ট্রার পোর্টফোলিও-তে দুটি নতুন এভিয়েটর

EVIATOR
E350
E350L

কলকাতা: মুরুগাপ্পা গ্রুপের অন্যতম ক্লিন মোবিলিটি ব্র্যান্ড মন্ট্রা ইলেকট্রিক, আজ তাদের ESCV পোর্টফোলিওতে দুটি নতুন EVIATOR ভেরিয়েন্ট, EVIATOR 350 (32KWH) এবং EVIATOR 350L+ (50KWH) অন্তর্ভুক্ত করেছে। মন্ট্রা ইলেকট্রিক-এর ৬০০-রও বেশি যানবাহনের বহর (ফ্লিট) মোট ৬৫ লক্ষ কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করেছে, যা কোম্পানিকে বিভিন্ন ডিউটি সাইকেল বুঝতে এবং অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী ইলেকট্রিক বাণিজ্যিক যানবাহন ব্যবহারের ধরণ নতুনভাবে নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছে।

বর্তমানে বিদ্যমান 40KWH EVIATOR ভেরিয়েন্টটি লাইনআপের মূল স্তম্ভ হিসেবে থাকলেও, নতুন 32KWH ভেরিয়েন্টটিকে ১৪০ কিমি পর্যন্ত উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যাতায়াতের জন্য 'লাস্ট মাইল চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। EVIATOR 350 L+ (50KWH) ভেরিয়েন্টটিকে 'ম্যারাথন রানার' হিসেবে আনা হয়েছে, যা ৩০০+ কিমি সার্টিফাইড রেঞ্জ এবং ২০০+ কিমি রিয়েল-ওয়ার্ল্ড রেঞ্জ নিশ্চিত করে। মন্ট্রা ইলেকট্রিক-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার জলজ গুপ্ত বলেন, "আমরা আমাদের নতুন কৌশল এমনভাবে সাজিয়েছি, যাতে গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক কনফিগারেশনের গাড়ি বেছে নিতে পারেন।" নতুন EVIATOR শীঘ্রই মন্ট্রা ইলেকট্রিক-এর সমস্ত ডিলারশিপে পাওয়া যাবে। EVIATOR রেঞ্জের নতুন ৩২কিলোওয়াট ভেরিয়েন্টটির প্রারম্ভিক মূল্য ১৪.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ৫০কিলোওয়াট ভেরিয়েন্টের মূল্য ১৬.৮৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রিস্টাল ক্রপ প্রোটেকশনে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অক্ষয় কুমার

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম গবেষণা-নির্ভর এগ্রি-ইনপুট কোম্পানি ক্রিস্টাল ক্রপ প্রোটেকশন লিমিটেড (“ক্রিস্টাল ক্রপ প্রোটেকশন”) আজ অক্ষয় কুমারকে তাদের “ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর” হিসেবে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছে। কোম্পানি অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তাদের প্রথম জাতীয় ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন “দেশ কা কিসান, দেশ কা আসলি হিরো” লঞ্চ করেছে। তারা ভারতের কৃষকদের অবদান এবং দৈনন্দিন সাহসিকতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ক্রিস্টাল ক্রপ প্রোটেকশনের লক্ষ্য হলো ভারতের কৃষকদের সঙ্গে তাদের সংযোগ আরও মজবুত করা এবং তাঁদের উন্নত সমাধান দিতে ও খামারের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। কোম্পানির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঙ্কুর আগরওয়াল বলেন, “এই অংশীদারিত্ব হলো একজন জাতীয় আইকনকে সেই আসল হিরো বা নায়কদের সঙ্গে যুক্ত করা যারা সমগ্র জাতির মুখে অন্ন জোগান, অর্থাৎ আমাদের কৃষক বন্ধুরা। আমাদের কাছে কৃষক শুধুমাত্র একজন অংশীদার নন, বরং আমাদের অস্তিত্বের মূল কারণ।” “দেশ কা কিসান, দেশ কা আসলি হিরো” ক্যাম্পেইনটি টেলিভিশন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন অন-গ্রাউন্ড ফার্মার এনগেজমেন্ট প্ল্যাটফর্মে চালু করা হবে। এই ক্যাম্পেইনটি কৃষকদের জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে উদযাপন করবে এবং পাশাপাশি শস্য সুরক্ষা সমাধান, বীজ এবং “ক্রিস্টাল ডক্টর” নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিয়োজিত আউটসোর্সড ফার্ম অ্যাডভাইজরি টিমের মাধ্যমে একজন সহযোগী হিসেবে ক্রিস্টাল ক্রপ প্রোটেকশনের ভূমিকাকে তুলে ধরবে। ক্রিস্টাল ব্র্যান্ডস বিজনেস-এর চিফ বিজনেস অফিসার মোহিত সত্যবালী বলেন, “অক্ষয় কুমার সর্বদা রুপালি পর্দায় নির্ভরযোগ্যতা এবং সত্যতার গল্প নিয়ে এসেছেন এবং এই সংযুক্তি ক্রিস্টাল ব্র্যান্ডের প্রতি একই নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আসবে। এই সংযুক্তি উন্নত শস্য সমাধান দিতে আমাদের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করে তুলবে এবং কৃষকদের লাভজনক খামার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।”

জেমিমাহর সঙ্গে পেডিগ্রীর ডিজিটাল ফার্স্ট ক্যাম্পেইন

লক্ষ্য ‘পেট প্যারেন্টদের’ মধ্যে ‘ওয়েট ডগ ফুড’-এর পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতা জারি

Pedigree
Love them like family.
Feed them like dogs.
ADULT
CHICKEN & LIVER
Pedigree
© 2026 Mars or Affiliates.

কলকাতা: ডগ ফুড মার্কেটের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড পেডিগ্রী এবার ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জেমিমাহ রড্রিগেজকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নতুন ডিজিটাল ক্যাম্পেইন চালু করেছে। এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য হলো ভারতের ক্রমবর্ধমান ‘পেট প্যারেন্টদের’ মধ্যে ‘ওয়েট ডগ ফুড’ বা গ্রেভি খাবারের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ক্রিকেট-থিমের এই ক্যাম্পেইনে জেমিমাহ কেবল একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবেই নয়, বরং একজন সচেতন পেট প্যারেন্ট হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। পেডিগ্রী গ্রেভি-কে একটি সুস্বাদু এবং ১০০% সম্পূর্ণ প্রাত্যহিক আহার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওয়ালথাম পেটকেয়ার সায়েন্স ইন্সটিটিউট দ্বারা সমর্থিত এই খাবারে রয়েছে ৮টি চিকেন লিভারের সমান প্রোটিন। অনেক ক্ষেত্রে বাড়িতে তৈরি খাবার পোষা প্রাণীর সম্পূর্ণ পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে না, সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই এই বিশেষ গ্রেভি রেঞ্জ নিয়ে আসা হয়েছে।

মার্স পেট নিউট্রিশন ইন্ডিয়ার সিএমও আয়েশা হুডা বলেন, “ভারতের পেট প্যারেন্টদের মানসিকতা দ্রুত বদলাচ্ছে। আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এমন এক খাবার তৈরি করেছি যা জিভে জল আনা স্বাদের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করে।”

জেমিমাহ রড্রিগেজ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বলেন, “ক্রিকেট খেলার জন্য যেমন সঠিক পুষ্টি জরুরি, পোষ্যদের ক্ষেত্রেও দরকার তেমনই উন্নত পুষ্টিকর খাবার। আমার পোষ্য কুকুরও এই খাবারটি খুব পছন্দ করে, আর আমি নিশ্চিন্ত থাকি যে সে সঠিক পুষ্টি পাচ্ছে।” মার্স ইনকর্পোরেটেড তাদের এই প্রচারণার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছে যে, পোষা প্রাণীর যত্ন নেওয়া মানে শুধু খাওয়ানো নয়, বরং তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ খাবার বেছে নেওয়া। এই ক্যাম্পেইনটি ক্যাটাগরি বৃদ্ধিতে মার্সের বৃহত্তর অঙ্গীকারের অংশ।

শিল্পে এলপিজি সরবরাহে নতুন নীতি জারি

আলিপুরদুয়ার: পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক শিল্পক্ষেত্রে এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। মন্ত্রকের সচিব ড. নীরজ মিত্তাল এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিব এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলোতে পাঠিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে ফার্মা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পলিমার, কৃষি, স্টিল, সিরামিক ও ইউরেনিয়ামসহ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাতগুলোতে ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যবহৃত বাল্ক এলপিজি-র ৭০ শতাংশ সরবরাহ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন ০.২ টিএমটি সামগ্রিক সেক্টরাল সীমা বজায় রাখা হবে।

এছাড়া, যেসব শিল্প ইউনিট পাইপড ন্যাচারাল গ্যাসে (পিএনজি) রূপান্তরের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করবে, তাদের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ এলপিজি বরাদ্দ দেওয়া হবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রগুলিতে ধীরে ধীরে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। যেসব খাতে উৎপাদনের জন্য এলপিজি অপরিহার্য, তাদের অগ্রাধিকার দিতে পিএনজি সংযোগের আবেদন প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ও হরমুজ প্রণালিতে উত্তেজনার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির দাম বেড়েছে। ফলে গত এক মাসে ভারতের এলপিজি আমদানি প্রায় ৪৫ শতাংশ কমেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর নির্দেশে তেল বিপণন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে অতিরিক্ত খরচ বহন করে সাধারণ গ্রাহকদের সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সরকার রাজ্যগুলোকে দ্রুত ‘পেট্রোলিয়াম ডিস্ট্রিবিউশন অর্ডার, ২০২৬’ এবং সিবিজি নীতি কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে।

মায়োপিয়া রুখতে এসিলর স্টেলেস্ট পেল মার্কেট অথোরাইজেশন

কলকাতা: ESSILORLUXOTTICA ঘোষণা করেছে যে, ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের ESSILOR® STELLEST® লেন্সের জন্য ডি নোভো পাথওয়ে ব্যবহার করে মার্কেট অথোরাইজেশন দিয়েছে। এই মাইলফলকটি স্টেলেস্ট®-কে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এবং একমাত্র এফডিএ-অনুমোদিত চশমার লেন্স হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা শিশুদের মায়োপিয়ার (দৃষ্টিস্বল্পতার) অগ্রগতি ধীর করতে সক্ষম এবং তা প্রামাণিত।

সাধারণ ‘সিঙ্গেল-ভিশন’ লেন্সের তুলনায় ESSILOR®STELLEST® লেন্স দুই বছরের সময়কালে মায়োপিয়ার অগ্রগতি গড়ে ৭১% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের শহরাঞ্চলের প্রায় ৫০% শিশু মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবে বলে যে পূর্বাভাস রয়েছে।

ESSILORLUXOTTICA ভারতের চিকিৎসা ও পেশাগত বিষয়ক পরিচালক ড. কুণাল শ্রীবাস্তব বলেন, “ভারতে ক্লিনিক্যাল বা চিকিৎসাগত নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে এফডিএ-এর অনুমোদনই হলো চূড়ান্ত মানদণ্ড। এই প্রযুক্তি প্রচলিত লেন্সগুলোকে একটি প্রকৃত চিকিৎসা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেছে, যা শিশুদের চোখের রোগের পরিষেবার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।” স্টেলেস্ট® লেন্সগুলো সক্রিয়ভাবে রোগের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করে। ESSILORLUXOTTICA ভারতের প্রধান মহানগর এবং পুনে, কোচি ও আহমেদাবাদের মতো উদীয়মান কেন্দ্রগুলোতে এই লেন্সের প্রসার ঘটাতে চলেছে; একই সঙ্গে তারা নিশ্চিত করছে যেন এই প্রযুক্তি ‘ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটালস’ (এনএবিএইচ)-এর মানদণ্ড মেনে চলে। ESSILORLUXOTTICA-এর ভারত শাখার প্রেসিডেন্ট ভেনু আম্বাতি আরও বলেন, “এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক। মায়োপিয়ার অগ্রগতি শনাক্ত হওয়ার মুহূর্তেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে, আমরা পরিবারগুলোকে তাদের সন্তানদের চোখের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আগাম ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারি।“

ভারতে শাওমি নিয়ে এলো নতুন দুটি ফোন

কলকাতা: শাওমি ইন্ডিয়া ভারতে রেডমি এ৭ সিরিজ লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। নির্ভরযোগ্যতা, আকর্ষণীয় ডিসপ্লে এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি পারফরম্যান্সের ওপর নজর দিয়ে কোম্পানিটি তাদের সাশ্রয়ী স্মার্টফোনের পোর্টফোলিওকে আরও বাড়িয়ে চলেছে। রেডমি এ৭-এ রয়েছে একটি বিশাল ৬.৮৮-ইঞ্চি ডিসপ্লে, অন্যদিকে রেডমি এ৭ প্রো-তে রয়েছে ৬.৯-ইঞ্চি এইচডি+ ডিসপ্লে, যা ১২০ হার্টজ পর্যন্ত রিফ্রেশ রেট দেয়। এর ফলে ব্যবহারকারীরা আরও মসৃণ ভিজ্যুয়াল এবং উন্নত ভিউয়িং অভিজ্ঞতা পাবেন। ডিসপ্লেতে চোখের সুরক্ষায় ট্রিপল টিইউভি রেইনল্যান্ড সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। এতে রয়েছে ‘ওয়েট টাচ’ প্রযুক্তি, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্ক্রিনের সঠিক রেসপন্স নিশ্চিত করে। উভয় ডিভাইসেই ১৫ ওয়াট চার্জিং সমর্থন করে এবং দক্ষ ব্যবহারের জন্য এতে স্মার্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট ফিচার রয়েছে। বক্সের ভেতরেই একটি ১৫ ওয়াট-এর চার্জার দেওয়া হবে। এছাড়াও ফোন দুটি ৭.৫ ওয়াট ওয়্যারড রিভার্স চার্জিং সমর্থন করে, যার মাধ্যমে অন্যান্য ডিভাইস চার্জ করার সুবিধা পাওয়া যাবে। রেডমি এ৭ সিরিজে রয়েছে ৬৪ জিবি স্টোরেজ এবং LPDDR4X র্যাম। মাল্টিটাস্কিং আরও সহজ করতে উভয় ফোনেই ভার্চুয়াল র্যামি এক্সপ্যানশন সুবিধা রয়েছে। এছাড়া এই সিরিজে দেওয়া হয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেল রিয়ার ক্যামেরা এবং ৮ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা, যা দৈনন্দিন ছবি ও ভিডিও কলের জন্য ভালো। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এতে সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, IP52 রেটেড ডিউরেবিলিটি এবং একটি ৩.৫ মিমি হেডফোন জ্যাক রয়েছে। রেডমি এ৭ সিরিজে পরিষ্কার এবং সহজ সফটওয়্যার অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে। রেডমি এ৭ প্রো-তে গুগল জেমিনি এবং সার্কেল টু সার্চ-এর মতো বিশেষ এআই ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। কানেক্টিভিটির জন্য এতে ডুয়াল ন্যানোসিম এবং আলাদা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট (২ টিবি পর্যন্ত বাড়ানো যাবে) রয়েছে। রেডমি এ৭ ৩ জিবি+৬৪জিবি ভেরিয়েন্ট কালো নীল রঙে পাওয়া যায়, যার দাম ১০,৪৯৯ টাকা। রেডমি এ৭ প্রো ৪জিবি+৬৪জিবি ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাবে কমলা, কালো রঙে, যাত দাম ধার্য করা হয়েছে ১১,৪৯৯ টাকা। রেডমি এ৭ সিরিজটি Mi.com, অ্যামাজন ইন্ডিয়া, ফ্লিপকার্ট এবং শাওমি রিটেইল আউটলেটগুলোতে পাওয়া যাবে। বিক্রি শুরু হবে ২৪ এপ্রিল থেকে।

REDMI A7
Royale Design
Flagship Camera Island
17.47cm(6.88) Display
with 120Hz Refresh Rate
5200mAh(typ) Battery
15W Charger (Included)
Powerful Octa-core Processor
Up to 6GB RAM*
REDMI

কেন্দ্রের পদক্ষেপে বাড়লো এলপিজি সরবরাহে স্বচ্ছতা

আলিপুরদুয়ার: ভারত সরকারের কড়া নজরদারি, স্বচ্ছ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের ফলে গ্রাহকদের রান্নার গ্যাস নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। বর্তমানে দেশে ঘরোয়া সিলিন্ডার সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং কোথাও কোনও ঘাটতি নেই বলেই জানিয়েছে কেন্দ্র।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ গ্রাহক এখন অনলাইন বুকিংয়ের ওপর আস্থা রাখছেন। ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে এবং সিলিন্ডার সঠিক হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে ৯২ শতাংশ ক্ষেত্রে ওটিপি যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আধুনিক ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন গ্রাহক হয়রানি কমেছে, অন্যদিকে ডিস্ট্রিবিউটরদের কাজের ওপর নজরদারি চালানো সহজ হয়েছে।

সিলিন্ডার মজুত করা এবং কালোবাজারি রুখতে সরকার গত মার্চ মাস থেকে কঠোর অভিযান শুরু করেছে। দেশজুড়ে চলা অভিযানে প্রায় ৫৯ হাজার অবৈধ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে ডোমেস্টিক গ্যাসের বাণিজ্যিক অপব্যবহার বন্ধ হয়েছে এবং সাধারণ গ্রাহকদের জন্য সিলিন্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, একদিনেই প্রায় ৫১ লক্ষ পরিবার সিলিন্ডার হাতে পেয়েছে, যা এক অনন্য রেকর্ড। শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা শুধুমাত্র ঘরোয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেই নয়, বরং শিল্প, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রেও বাল্ক এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক করা হয়েছে। গত ২৩ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত ১০ লক্ষেরও বেশি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। কৃষি ও পলিমার শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতেও জোগানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা হয়েছে। এই সব পদক্ষেপ এলপিজি গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে।

আইআরসিটিসি-এর সঙ্গে ক্লিয়ারট্রিপের অংশীদারিত্বে ট্রেন বুকিং পরিষেবা শুরু

AB BOOK KARO
Train trip
on cleartrip

কলকাতা: ভারতের অন্যতম অনলাইন ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম এবং ফ্লিপকার্টের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা ক্লিয়ারট্রিপ আজ ভারতীয় রেলের অফিশিয়াল টিকেটিং সংস্থা আইআরসিটিসি-র সঙ্গে যৌথভাবে ট্রেন টিকিট বুকিং পরিষেবা শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে।

আইআরসিটিসি-র শক্তিশালী পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে এই নতুন সংযোজন গ্রাহকদের একটি নির্ভরযোগ্য এবং সহজ অভিজ্ঞতা দেবে। এখন থেকে ক্লিয়ারট্রিপ অ্যাপের মাধ্যমেই যাত্রীরা খুব সহজে ট্রেনের খোঁজ করা এবং টিকিট বুকিং ও ম্যানেজ করতে পারবেন। এই পরিষেবার মাধ্যমে যাত্রীরা ভারতের যেকোনও রুটের ট্রেনের টিকিট সাধারণ বা তৎকাল কোটায় বুক করতে পারবেন। এছাড়া রিয়েল-টাইম সিট অ্যাভেইলিবিলিটি, ভাড়ার বিবরণ, পিএনআর স্টেটাস দেখা এবং পছন্দের বার্থ বেছে নেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সুবিধাও এখানে পাওয়া যাবে।

মঞ্জরি সিংঘল, ক্লিয়ারট্রিপের চিফ গ্রোথ অ্যান্ড বিজনেস অফিসার, বলেন, “ভারতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ট্রেন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের লক্ষ্য হলো একটি সমন্বিত ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে এই অংশীদারিত্ব আমাদের এক ধাপ এগিয়ে দিল।”

গৌরব পাটোয়ারী ক্লিয়ারট্রিপের চিফ বিজনেস অফিসার। তাঁর বক্তব্য, “প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটি যাত্রী সংরক্ষিত কোটায় ট্রেনে ভ্রমণ করেন। আমাদের লক্ষ্য কেবল সংখ্যা বাড়ানো নয়, বরং গ্রাহকদের একটি অনন্য অভিজ্ঞতা দেওয়া।“

VAHAN.AI শুরু করলো বাহন প্লেসমেন্ট লীগ

কলকাতা: VAHAN.AI চালু করলো বাহন প্লেসমেন্ট লীগ (ভিপিএল) ২০২৬। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাহন লিডারদের সবচেয়ে বড় প্লেসমেন্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। ১ কোটিরও বেশি পুরস্কার মূল্যের এই বছরের লিগে আকর্ষণীয় পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে মাহিন্দ্রা এক্সইউভি৭০০, টাটা নেক্সন, টাটা পাঞ্চ, হার্লে-ডেভিডশন এক্স৪৪০, বিএম ডবলু জি৩১০ আরআর এবং বিনামূল্যে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ। প্ল্যাটফর্মের শীর্ষ পারফর্মাররা ইতিমধ্যেই মাসে ৭-১৫ লক্ষ পর্যন্ত আয় করছেন, যা এই সুযোগের বিশাল সম্ভাবনা তুলে ধরে। ২০২৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত, আইপিএল -এর সময়েই চলবে এই ১০ সপ্তাহের প্রতিযোগিতা। এতে ১০০০+ বাহন লিডার বিভিন্ন জব ক্যাটেগরিতে ২০টিরও বেশি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবেন, যেমন সুইগি, জেপ্টো, জোমাটো, ব্লিংকিট এবং আমাজন।

VAHAN.AI-চালিত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লিডাররা হোয়াটসঅ্যাপ ও ফোন কলের মতো সহজ টুলস ব্যবহার করে স্কেলযোগ্য রিক্রুটমেন্ট ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন। এই ক্যাম্পেইনের মূল আকর্ষণ “খেলো জাম কে, জিত জাম কে” অ্যান্থেম। গত বছরের লিগে দেশজুড়ে ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল, যেখানে বিজয়ীরা গাড়ির মতো পুরস্কার পেয়েছেন এবং ভোপাল, জয়পুর এবং হায়দ্রাবাদ-এর মতো শহরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মাধব কৃষ্ণ জানান, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো বৃহৎ পরিসরে উদ্যোক্তা সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা এবং ভারতের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

ভারত-নিউজিল্যান্ডের এফটিএ চুক্তি

INDIA - NEW ZEALAND
FREE TRADE AGREEMENT

কলকাতা: ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে ঐতিহাসিক মাইলফলক” বলে উল্লেখ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর। তাঁর মতে, এটি দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা, কৌশলগত আস্থা ও ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

২৭ এপ্রিল দীর্ঘ আলোচনার পর স্বাক্ষরিত এই এফটিএ-তে ভারতের ১০০% রপ্তানি পণ্য নিউজিল্যান্ডে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে, আর নিউজিল্যান্ডের ৯৫% পণ্যের ওপর ভারতের শুল্ক তুলে দেওয়া হবে বা কমানো হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্যমন্ত্রী টড এমসি ক্লে।

এবিষয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলেজয়শঙ্কর জানান, এই চুক্তি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাজারে প্রবেশ সহজ করা এবং উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা, কৃষক, এমএসএমই, নারী ও যুবদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন-এর নেতৃত্বে রেকর্ড সময়ে সম্পন্ন এই চুক্তির ফলে আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে বলে আশাবাদী দুই দেশ। চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ১৫ বছরে নিউজিল্যান্ড ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। বস্ত্র, ওষুধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে রপ্তানি বাড়বে। পাশাপাশি, প্রতি বছর ৫,০০০ দক্ষ পেশাজীবীর জন্য ভিসা সুবিধা থাকবে, যা আইটি ও স্বাস্থ্যসেবায় কর্মসংস্থান বাড়াবে। বর্তমানে প্রায় ৮,০০০ ভারতীয় ছাত্র নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনা করছে, এবং তাদের জন্য পোস্ট-স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা আরও সহজ হবে।

ভ্যালভোলিন™ গ্লোবালের নতুন গ্লোবাল ক্যাম্পেইন লঞ্চ

কলকাতা: ভ্যালভোলিন গ্লোবাল অপারেশনস— যা ‘দ্য অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল’ হিসেবে পরিচিত এবং অটোমোটিভ ও শিল্প-সংক্রান্ত সমাধানের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সম্প্রতি তাদের গ্লোবাল ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬ ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক সূচনার কথা ঘোষণা করেছে।

ভ্যালভোলিন গ্লোবাল তাদের নতুন গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ‘দ্য অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল ফর দ্য ড্রিভেন’-এর মাধ্যমে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬-এর উত্তেজনা এবং ফুটবল ভক্তদের অদম্য আবেগকে উদযাপন করছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো সেইসব ভক্তদের সম্মান জানানো, যারা প্রিয় দলকে সমর্থন করতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেন, এবং সেইসব মেকানিকদের স্বীকৃতি দেওয়া, যারা ভ্যালভোলিন-এর ওপর আস্থা রেখে এই দীর্ঘ যাত্রাকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। ব্র্যান্ডটির ১৬০ বছরের ইতিহাস এবং ফিফা বিশ্বকাপের গৌরবকে একত্রে রেখে তৈরি একটি বিশেষ বিজ্ঞাপন চিত্র পরিচালনা করেছে সৃজনশীল সংস্থা ‘উই আর লাফ’। ভ্যালভোলিন-এর প্রধান ব্র্যান্ড কর্মকর্তা মাইকেল কার্টম্যান জানান, ভক্তরা যখন প্রিয় দলের খেলা দেখতে গাড়ি, বাস বা ট্রাকে করে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমান, ভ্যালভোলিন তখন তাদের এই সফরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে থাকে।

ক্যাম্পেইনটি বর্তমানে ভারতে স্থানীয়ভাবে শুরু হলেও, মে মাস থেকে এটি যুক্তরাষ্ট্র, চীন, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। জুলাই মাস পর্যন্ত টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং রেডিও সহ বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে এই প্রচার চলবে। প্রতিটি মাইল, প্রতিটি ইঞ্জিন এবং প্রতিটি স্বপ্নকে সার্থক করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়াই ভ্যালভোলিন-এর মূল অঙ্গীকার।

Valvoline
FIFA
26
OFFICIAL SUPPORTER OF
THE FIFA WORLD CUP 2026™

জে কে ম্যাক্স পেইনটেসের ক্যাম্পেইনে অক্ষয়

কলকাতা/শিলিগুড়ি: জে কে ম্যাক্স পেইনটস তাদের নতুন ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন “ম্যাক্স করো, রিল্যাক্স করো” লঞ্চ করেছে। এই প্রথমবার ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারকে। বাড়ি রঙ করার সময় সঠিক পণ্য নির্বাচন করাই হোক বা স্থায়িত্ব ও ফিনিশিংয়ের চিন্তা, এই ক্যাম্পেইনটি সেই বিষয়টিকেই সহজ করে তুলে ধরেছে।

একটি হালকা মেজাজ ও হাস্যরসের মধ্য দিয়ে তৈরি এই বিজ্ঞাপন বানানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে অক্ষয় কুমার একজন হোস্ট হিসেবে সব প্রশ্নের উত্তরে কেবল একটিই কথা বলছেন “জে কে ম্যাক্স”। কারণ তার নিজের বাড়ি রঙ করার সময় পুট্টি, প্রাইমার থেকে শুরু করে রঙ, সব ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞরা তাকে ‘জে কে ম্যাক্স’ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই নামটির প্রভাব তার মনে গেঁথে গিয়েছে।

জে কে সিমেন্টের (হোয়াইট সিমেন্ট ও পেইনটস) বিজনেস হেড নিতীশ চোপড়া বলেন, ‘“ম্যাক্স করো, রিল্যাক্স করো’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই প্রক্রিয়াটিকে সহজ করতে চাই। অক্ষয় কুমারের জনপ্রিয়তা আমাদের এই বার্তাকে ভারতের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।”

জে কে সিমেন্টের মার্কেটিং হেড অমনদীপ মালহারির বক্তব্য, “বাড়ি রঙ করা একটি আবেগের বিষয়। অক্ষয় কুমার এই ক্যাম্পেইনের মুখ হওয়ায় ব্র্যান্ডের প্রতি মানুষের আস্থা আরও বাড়বে।” ক্যাম্পেইনটি টেলিভিশন, ওটিটি, ডিজিটাল মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া এবং আউটডোর বিজ্ঞাপনে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে।

JK Maxx PAINTS
MAXX KARO RELAX KARO
WallMaxX
JK Maxx PAINTS MAJESTA

স্বাস্থ্য

পর্যাপ্ত ঘুমের ঘাটতি বাড়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকি

বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনে ঘুমের গুরুত্ব কমে আসছে। অনেকেই মনে করেন, কম ঘুম মানেই বেশি কাজ ও বেশি সফলতা। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন, এটি ভুল ধারণা। বরং ঘুমের অভাব ধীরে ধীরে বড় স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠছে।

বিশ্বের ঘুম-বঞ্চিত দেশগুলির তালিকায় ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। শহুরে ভারতীয়দের গড় ঘুমের সময় নেমে এসেছে প্রতি রাতে ছয় ঘণ্টারও নিচে। কর্মজীবী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রায় তিনজনের একজন দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তিতে ভোগেন, তবুও এটিকে গুরুত্ব দেন না। কম ঘুমের কারণে কী কী সমস্যা হতে পারে?

মস্তিষ্কের ক্ষতি

বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুম কোনও নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়; এটি একটি সক্রিয় জৈবিক মেরামত প্রক্রিয়া। ঘুমের সময় মস্তিষ্ক সারাদিনে জমে থাকা বিষাক্ত বর্জ্য পরিষ্কার করে। এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে শুধু ক্লান্তি নয়, দেখা দিতে মানসিক অস্থিরতা এবং স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাঘাত। এর প্রভাব পড়ে চিন্তাশক্তি থেকে রক্তচাপ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতায়।

হৃৎপিণ্ডের ওপর চাপ

ঘুমের অভাব সরাসরি হৃৎযন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে। এটি ধমনীগুলিকে শক্ত করে তোলে, যার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। একইসঙ্গে কর্টিসল ও অ্যাড্রিনালিনের মাত্রা বেড়ে যায়, ইনসুলিন প্রতিরোধ তৈরি হয় এবং কোলেস্টেরলের ভারসাম্য নষ্ট হয়, যা করোনারি ধমনী রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এই সমস্যা বাড়ছে তরুণদের মধ্যেও। দীর্ঘ স্ক্রিন টাইমিং, পেশাগত চাপ এবং অনিয়মিত জীবনযাপন ঘুমের মান ও পরিমাণ দুটোই কমিয়ে দেয়, যার প্রভাব পড়ে হৃৎযন্ত্রের স্বাস্থ্যে।

অন্যান্য রোগের ঝুঁকি

বিশেষজ্ঞদের মতে, কয়েক প্রজন্ম আগে মানুষ যেখানে গড়ে আট থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমাত, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, স্লিপ অ্যাপনিয়া, স্ট্রোক এবং হৃদরোগের সংক্রমণ বাড়ছে।

সমাধান কী?

অনেকেই ঘুমকে একটি স্বাস্থ্যকর রুটিনের অংশ হিসেবে দেখেন না। এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। কিছু সহজ অভ্যাসের দ্বারাই পরিমিত ঘুম সম্ভব। রোজকার ঘুমের সময় নির্দিষ্ট করে নিন। রাতে হালকা খাবার খান। স্ক্রিন টাইমিং কমান। শান্ত ও অন্ধকার পরিবেশ ঘুমের জন্য আদর্শ। এই সাধারণ অভ্যাসগুলোই ঘুমের মান উন্নত করতে পারে। ঘুম বিলাসিতা নয়, শরীরের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ঘুম হলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। তাই কাজের মতোই ঘুমকেও গুরুত্ব দিন।

ওয়েনাডের প্রাচীন গুহায়

অপরাজিতা মৈত্র, লেখিকা

'এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই'। বাঙালি মাত্রেই কম বেশি এই গানের লাইনের সঙ্গে পরিচিত। বাঙালির চা-বিলাস অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে বেশি। তবে শুধুই চা নয় চায়ের সঙ্গে কফিও বর্তমান 'বঙ্গ জীবনের এক অঙ্গ'।

আর এই কফির কাপে চুমুক দিতে চাইলে ঘুরে আসা যায়, দক্ষিণ ভারতের কেরালার 'ওয়েনাড'-এ। অতি সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে আমাদের অনেকের কাছেই নামে চেনা এই জায়গা। তবে শুধুই কফি নয় সঙ্গে আছে প্রাচীন গুহাচিত্র ও চায়ের সমাহারও। হ্যাঁ, কেরালার ওয়েনাড ও তার আশেপাশে বেশ কিছু চা বাগানও আছে।

ওয়েনাড কেরালা রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। কালিকট বিমানবন্দর ওয়েনাডের নিকটবর্তী বিমানবন্দর। এখানে নেমে গাড়ি ভাড়া করে গন্তব্যে যাওয়া যায়। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের যে কোন জায়গা থেকে সরকারি বা বেসরকারি বাসে বা রেলপথে কোকিঝোর রেলস্টেশন থেকে পৌঁছানো যায়। এইসব জায়গা থেকে হোটেল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য স্থানীয় পরিবহণ ভরসা তবে অনেক সময়ে বেশ কিছু হোটেলের নিজস্ব গাড়ির ব্যবস্থাও আছে।

ওয়েনাড কেরালার কফি উৎপাদনকারী জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম। অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে কফিগাছে বোল আসা শুরু হয়। শীত শুরুর আগের হাল্কা বৃষ্টিতে ফুটে উঠতে থাকে কফি ফুল। কফি ফুলের তীব্র গন্ধের সঙ্গে মিল আছে জুঁই ফুলের সুবাসের। কফি ছাড়াও গোলমরিচ চাষও হয় এখানে।

এখানে যেসব হোটেল বা রিসর্টগুলিতে থাকা হয় সেগুলির বেশীরভাগই কফি জঙ্গল বা কফি প্ল্যান্টেশানের ভেতরে অবস্থিত। আর তাই হয়ত অনেক সময়ে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত বেশ কিছু বন্য জন্তু সহজে দেখা যায়। রাতের দিকে তাই প্রকৃতিকে নিজের মতন ঘরের মধ্যে থেকে বা হোটেলের লবিতে বসে উপভোগ করা ভালো।

ওয়েনাড গেলে অবশ্যই দেখা উচিৎ 'এডাক্কাল গুহা'। মালায়ালাম ভাষায় 'এডাক্কাল' মানে দুটি গুহার মধ্যবর্তী স্থান। ঐতিহাসিক এই গুহা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৯০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। গাড়ি যেখানে নামাবে সেখান থেকে বেশি কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হয়। এই পথের দু'ধারে স্থানীয় মানুষদের বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসতে দেখা যায়। সে পসরায় কফির সঙ্গে থাকে হোমমেড চকলেট, বিভিন্ন মশলা ও আরও অনেক কিছু। একটু দেখে কিনতে পারলে বেশ ভালো জিনিস পাওয়া যায়।

এড্ডাকালে (প্রস্তর যুগ থেকে) আনুমানিক ৬,০০০ পূর্ব সাধারণাব্দ থেকে ১,০০০ পূর্ব সাধারণাব্দের সময়ে মানুষের বসবাস ছিল। এই সময়ের বেশ কিছু গুহাচিত্র এখনও এখানে দেখা যায়। ভারতের অন্যতম প্রাচীন এই গুহাচিত্রগুলি থেকে ইতিহাসের সুপ্রাচীন এক অধ্যায়কে কাছ থেকে দেখার এক অপূর্ব অনুভূতি হয় এখানে এলে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, এখানে মানবসভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন সময়ে মানুষ থেকেছে। ১৮৯০ সালে এই গুহাটি আবিষ্কৃত হয়।

এডাক্কালের প্রাচীন ইতিহাসের সুবাস হাতে মেখে যদি আরও কিছু সময় থাকে তবে এই একই দিনে দেখে নেওয়া যায় ওয়েনাডের প্রাচীন জৈন মন্দির। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কর্নাটক ও তামিলনাড়ু থেকে কেরালায় চলে আসা জৈনদের হাতেই এই মন্দিরটি তৈরি হয় বলে জানা যায়।

এছাড়াও দর্শনীয় স্থানের তালিকায় আছে 'বানসাগর' ড্যাম্প, 'দ্যা হার্ট' লেক সহ বেশ কিছু লেক ও 'দ্য ফ্যান্টম রক'। ফ্যান্টম রকটি আদতে দূর থেকে দেখতে মানুষের কঙ্কালের মতন। কালপেট্টা থেকে ১৭ কিমি দূরে অবস্থিত এই রকে ইচ্ছে করলে একটি ছোট ট্রেক করেও পৌঁছানো যায়।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত ওয়েনাডে গেলে প্রকৃতির সঙ্গে দেখা পাবেন সুপ্রাচীন মানবসভ্যতার নিদর্শনের। কফি ও মশলার বাগানের সুবাস নিতে নিতে কিছু কেরালার চা বাগানও মনকে আরাম দেবে। আর রসনা? কেরালার খাদ্যসম্ভার বাঙালির রসনাকে তৃপ্ত করতে সক্ষম। শুধু মাছ-মাংসই নয়, কেরালার মানুষ যে সব সব্জি খান তার অনেক কিছুই বাঙালি হেঁসেলের নিত্যদিনের সঙ্গী, পার্থক্য শুধু রন্ধনপ্রণালীতে। তাই পরের বারের কেরালা ভ্রমণের তালিকায় 'ওয়েনাড' আপনাদের তালিকায় জায়গা করে নিতেই পারে। শুধু অতি বর্ষায় কোন পার্বত্য অঞ্চলেই না যাওয়া ভালো, তা সে হিমালয় হোক কিম্বা পশ্চিমঘাট।

ক্লাউড কিচেন নিয়ে কিছু কথা

SILIGURI
CLOUD KITCHENS
ARE IN CRISIS!
POSTO
CLOUD KITCHEN
Chai Box
CLOUD KITCHENS
NO ORDERS
RENT UNPAID
CLOSING DOWN
DELIVERY RIDERS STRIKE
CLOSING DOWN
CLOSING DOWN
SWIGGY
zomato

ভাস্কর চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি

হিমালয়ের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে তিস্তা-তোর্সা বিধৌত জলপাইগুড়ি বা কোচবিহার—উত্তরবঙ্গের খাদ্যাভ্যাসে গত পাঁচ বছরে এক নীরব বিপ্লব ঘটেছিল। ২০২০-র লকডাউন পরবর্তী সময়ে যখন সেবক রোড বা বিধান রোডের চেনা ভিড় ফিকে হয়েছিল, তখন ভোজনরসিক বাঙালির রসনাতৃপ্তির একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছিল 'ক্লাউড কিচেন'। কোনো জাঁকজমকপূর্ণ বসার জায়গা নেই, কেবল অ্যাপ-নির্ভর হোম ডেলিভারি—এই মডেলেই রমরমিয়ে চলেছিল ব্যবসা। কিন্তু ২০২৬-এর আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই 'ভার্চুয়াল রসুই' বা 'ঘোস্ট কিচেন'গুলি এখন কার্যত অস্তিত্বের সংকটে। একদিকে মানুষের বাইরে বেরিয়ে খাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, আর অন্যদিকে মোড়ে মোড়ে গজে ওঠা অত্যাধুনিক থিম রেস্তোরাঁ ও ক্যাফে—এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এখন নিঃশ্বাসহীন দশা উত্তরবঙ্গের বহু ছোট-বড় ক্লাউড কিচেন মালিকের।

শিলিগুড়ি শহরে বর্তমানে সক্রিয় ক্লাউড কিচেনের সংখ্যা প্রায় ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, এর মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক কিচেনেই FSSAI দ্বারা নিবন্ধিত। FICSI-এর গাইডলাইন অনুযায়ী, যে কোনো খাদ্য ব্যবসার জন্য এই লাইসেন্স বাধ্যতামূলক হলেও, শিলিগুড়ির অলিগলিতে গজিয়ে ওঠা এই 'অদৃশ্য' রান্নাঘরগুলোর বড় অংশই কোনো সরকারি নজরদারি ছাড়াই চলছে। এই প্রশাসনিক শিথিলতাই সাম্প্রতিককালে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

শিলিগুড়ির এই সংকটের পেছনে কেবল বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতাই নয়, বরং প্রশাসনিক ও নজরদারির চরম অভাবকেও দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকে। শিলিগুড়ির অন্যতম পরিচিত ক্লাউড কিচেন 'রান্নাবাটি'-র মালিক সৌম্যদীপ সরকার এই অব্যবস্থা ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা নজরদারি না থাকায় এই ব্যবসাটি এখন যে কারোর হাতে চলে যাচ্ছে। সৌম্যদীপবাবু অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে বলেন, "আজ শিলিগুড়িতে ক্লাউড কিচেন বা ছোট রেস্তোরাঁগুলোর অবস্থা দেখার বা তাদের রেগুলেটরি করার মতো কেউ নেই। এর ফলে যে কেউ একটা ঘর ভাড়া নিয়ে কোনোমতে রান্না শুরু করে দিচ্ছে, যেখানে কোনো সঠিক পরিকাঠামো নেই, নেই ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি। আর এই দীর্ঘদিনের নজরদারির অভাবেই সম্প্রতি দেশবন্ধুপাড়ার এক রেস্তোরাঁর অস্বাস্থ্যকর খাবারের খবর ও ভিডিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরণের একটি নেতিবাচক ঘটনা যখন ঘটে, তখন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস পুরো ব্যবস্থার ওপর থেকেই উঠে যায়। যারা আমরা সৎভাবে সব নিয়ম মেনে ভালো খাবার দিতে চাইছি, এই পরিকাঠামোহীন আর নিয়ম না মানা ব্যবসায়ীদের ভিড়ে তারাও আজ বিপন্ন ও কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। ক্রেতারা ভাবছেন সব রান্নাঘরই বুঝি একই রকম অস্বাস্থ্যকর।"

তবে মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। বড় বিনিয়োগকারী বা কর্পোরেট ব্র্যান্ডের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে সেই সব ছোট উদ্যোক্তারা, যাঁরা স্রেফ জীবনধারণের তাগিদে এই পেশায় এসেছেন। সরকারি নিয়মকানুন আর লাইসেন্সের খরচ তাঁদের কাছে পাহাড়প্রমাণ বাধা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শহরের এক ক্ষুদ্র ক্লাউড কিচেন মালিকের অসহায়তা ধরা পড়ল তাঁর বক্তব্যে, "আমরা এখানে স্রেফ ব্যবসা করতে এসেছি, বড় কোনো লাক্সারি দিতে নয়। কিন্তু বর্তমানে FSSAI LICENSE-এর মতো প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের আবেদন করতেও যে ধরণের পরিকাঠামো আর বৃহৎ অঙ্কের টাকা লাগে, তাতে আমাদের মতো ছোট ব্যবসায়ীদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার অবস্থা। কোনোরকমে ঘরোয়া রান্না করে মানুষের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছি। কাস্টমারও খুশি, আমিও এই সামান্য আয়ে খুশি। কিন্তু নিয়মের এই বেড়াজালে আমাদের মতো ছোটদের টিকে থাকাই দায় হয়ে যাচ্ছে।"

আন্তর্জাতিক সংস্থা THE FOOD CORRIDOR-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, গ্রাহকরা এখন খাবারের স্বাদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন 'সোশ্যাল এক্সপেরিয়েন্স'-কে। শিলিগুড়ির তরুণ প্রজন্মের কাছে এখন খাওয়া মানে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া এবং নান্দনিক পরিবেশে সময় কাটানো। ক্লাউড কিচেনগুলো চার দেওয়ালের রান্নাঘর থেকে কেবল প্যাকেটে খাবার পাঠিয়ে এই অভিজ্ঞতা দিতে ব্যর্থ। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলোর চড়া কমিশন (আয়ের প্রায় ২৫-৩০%) এবং মার্কেটিং খরচ।

শিলিগুড়ির খাদ্যশিল্পে বর্তমানে ক্লাউড কিচেন এবং প্রথাগত রেস্তোরাঁগুলোর মধ্যে এক বিস্তর ফারাক তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে আইনি বৈধতা এবং জনমানসে আস্থার ক্ষেত্রে। শহরের প্রায় ৫০টি ক্লাউড কিচেনের মধ্যে বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটির মাত্র FSSAI লাইসেন্স রয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর বিপরীতে, শহরের আধুনিক ক্যাফে বা থিম রেস্তোরাঁগুলোর প্রায় সবকটিই সরকারিভাবে নিবন্ধিত এবং নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়। বিশেষ করে দেশবন্ধুপাড়ার সাম্প্রতিক একটি অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে ক্লাউড কিচেনগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা অনেকটাই কমেছে, যেখানে ফিজিক্যাল রেস্তোরাঁগুলো তাদের স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীল পরিষেবার কারণে গ্রাহকদের পছন্দের তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে।

পরিচালনা এবং বিপণনের কৌশলেও এই দুই মাধ্যমের ভিন্নতা চোখে পড়ার মতো। ক্লাউড কিচেনগুলো সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল মার্কেটিং এবং বিভিন্ন ফুড ডেলিভারি অ্যাপের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, থিম রেস্তোরাঁগুলো তাদের ভৌগোলিক অবস্থান, আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা এবং নান্দনিক পরিবেশের মাধ্যমে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে। বিনিয়োগের দিক থেকে দেখলে, ক্লাউড কিচেন শুরু করতে প্রাথমিক খরচ কম হলেও বাজার ধরতে তাদের প্রচুর টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু ফিজিক্যাল রেস্তোরাঁগুলোতে প্রাথমিক বিনিয়োগ অনেক বেশি হলেও, খাবার পরিবেশনের পাশাপাশি সিটিং ক্যাপাসিটি এবং বিশেষ ইভেন্টের মতো বহুমুখী আয়ের উৎস থাকায় দীর্ঘমেয়াদে সেগুলো অনেক বেশি লাভজনক ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্লাউড কিচেন ব্যবসা একেবারে বিলুপ্ত হবে না, তবে এর ধরনে আমূল পরিবর্তন আনা জরুরি। শুধুমাত্র অনলাইন নির্ভর না থেকে গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে 'হাইব্রিড মডেল' (যেখানে ছোট বসার জায়গা বা টেক-অ্যাওয়ে উইন্ডো থাকবে) আপন করাই এখন বাঁচার একমাত্র পথ। দেশবন্ধুপাড়ার সাম্প্রতিক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর শিলিগুড়ির মানুষ এখন খাবারের গুণমান নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। এই সচেতনতার বাজারে টিকে থাকতে হলে যেমন প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও সহজ লাইসেন্স প্রক্রিয়া প্রয়োজন, তেমনই উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে 'স্বচ্ছতা' এবং 'পেশাদারিত্ব' দেখানোই হবে উত্তরবঙ্গের ভার্চুয়াল রসুইগুলোর জন্য লড়াইয়ে ফেরার একমাত্র অক্সিজেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at
Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96